বর্ষ ১, সংখ্যা ৬, ফেব্রুয়ারি - মার্চ ২০১৩ মূল্য ১০
Vol.1, Issue 6, RNI No.WBBEN/2012/42493, Feb - Mar 2013, Price Rs.10/- only

প্রভুবার্তা

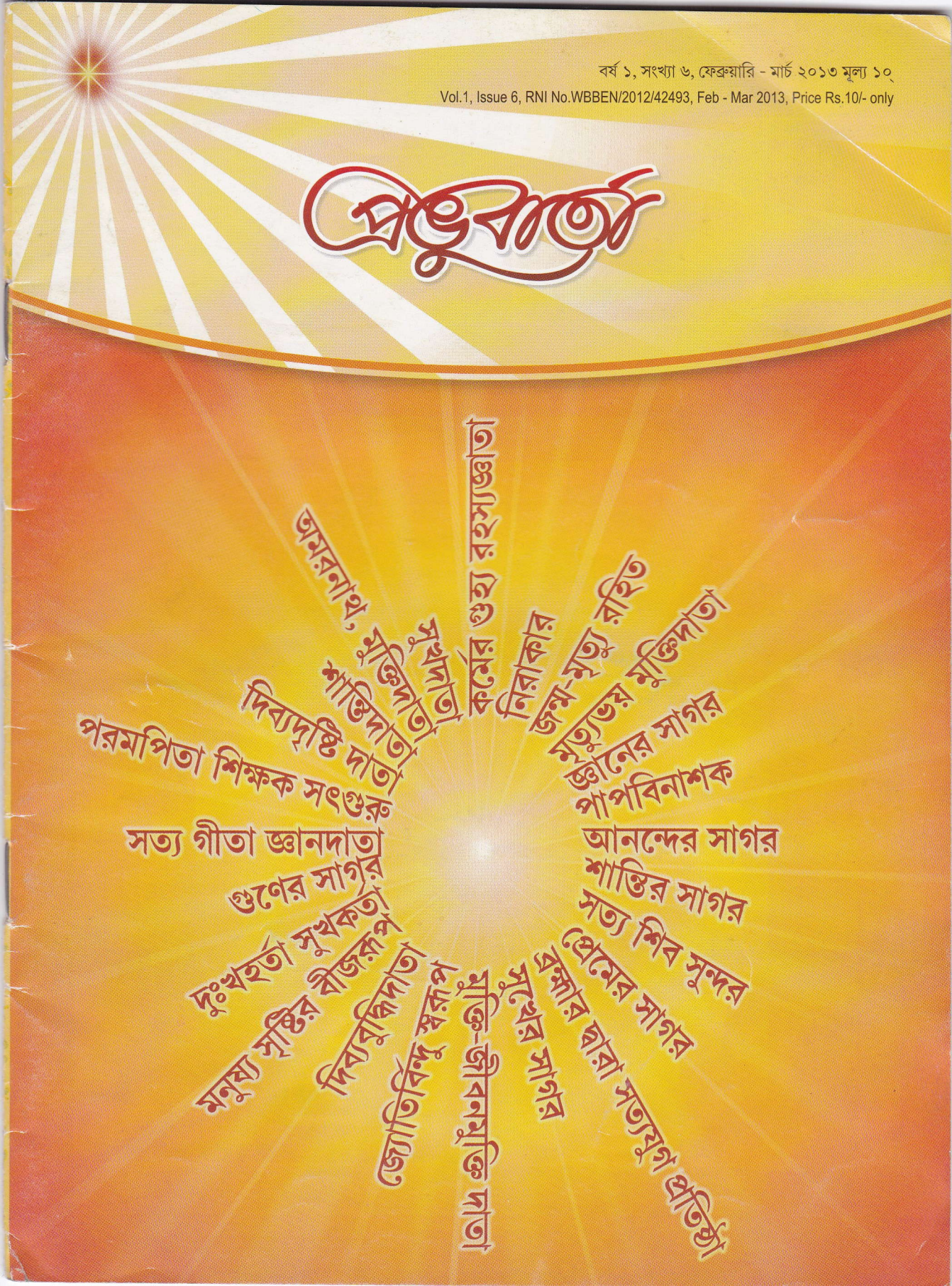

Vol.1, Issue 6, RNI No.WBBEN/2012/42493, Feb - Mar 2013

'কর্মের গহন গতি' বিষয়ক অনুষ্ঠানে
ব্রহ্মাকুমারী শিবানী, কলামন্দির, কলকাতা।

'সুখময় জীবনযাপনের শৈলী' বিষয়ক কর্মশালায়
ব্রহ্মাকুমারী শিবানী, ধানুকা নিকেত, কলকাতা।

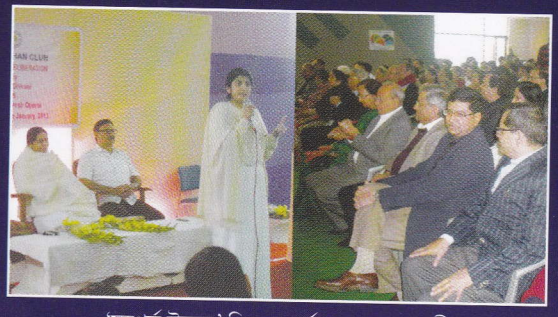

'সম্পর্ক উন্নয়ন' বিষয়ক কর্মশালায় ব্রহ্মাকুমারী
শিবানী, হিন্দুস্তান ক্লাব, কলকাতা।

ফিকি (FICCI) আয়োজিত 'সময় আপনার জন্য ' - বিষয়ক
কর্মশালায় ব্রহ্মাকুমারী শিবানী, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা।

'অদৃষ্ট - সুনির্দিষ্ট নাকি নিজ হাতে!' কর্মশালায় প্রখ্যাত চিত্রাভিনেতা সুরেশ ওবেরয়, হোটেল কেনিলওয়ার্থ, কলকাতা।

'নিরবচ্ছিন্ন সুখী জীবনলাভের উপায় ঃ সুসম্পর্ক' বিষয়ক কর্মশালায় ব্রহ্মাকুমারী শিবানী, কলকাতা সুইমিং ক্লাব।

সম্পাদকীয়

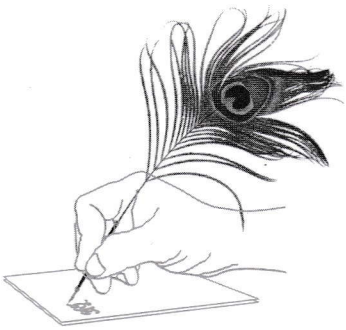

খুব ছোটবেলায় বাবা ভীষণ বকতেন, এই ছেলেটা সময়ের মূল্য বোঝে না, সারাদিন শুধু খেলে বেড়ায়। কিছুতেই পড়তে চায় না। মনে হতো কি যন্ত্রণা, শুধুই বকে। তাদের তাগিদেই যতটুকু পড়াশুনা। তাগিদ যেন তাদেরই। সত্যি সময়ের মূল্য তখন বুঝিনি, আজ বুঝি অন্তরে অন্তরে।

সত্যি সময় কী? ঘড়ির কাঁটায় দিন-রাত্রির আবর্তন, নাকি ঋতু পরিবর্তন? বিভিন্ন পরিমাপে তাঁকে বাঁধার প্রয়াস, সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন ও বছরে। তাহলে এটাই কি সময়? আজ যদি সৌরজগৎ ছাড়িয়ে যাই, কে বাঁধবে আমায়, সেকেন্ড মিনিট না ঘণ্টা? সময় তবে কী?

ওই যে প্যালা, বাণেশ্বরবাবুর গোয়ালে কাজ করছে। চোখ খুললেই এসে হাজির হয়। গরুগুলোকে গোয়ালের বাইরে বের করে গোয়াল পরিষ্কার করে; মাঠে চলে যায়। দিনান্তে আবার ফিরে আসা, গোয়ালে তাদের রেখে খুশি মনে বাড়ি ফিরে যায়। বড় সুখে আছে। কেটে গেছে জীবনের অমূল্য সময়। আজ পঞ্চাশ বছরেও তাদের কোন প্রভাব তার মনে নেই। তাহলে সময়? সময়ের মূল্য!

ভাব বিজ্ঞানী নিউটন। অনন্ত জিজ্ঞাসা! বিশ্বভরা বৈচিত্র্য; অথচ কি অপরূপ সম্মিলন। ঘড়ির কাঁটায় সূর্য ওঠে, নিয়ম বেঁধে ঋতুর পরিবর্তন হয়, প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে মিল রেখে খাদ্যদ্রব্য জন্মায়। এমন সুন্দর সুপরিকল্পিত শৈলী কে পরিচালনা করেন। যেন কোথাও কোন ফাঁক নেই! সময় যে বয়ে যায়। কে বলে দেবে, কে দেখাবে পথ সবারে? তাই তো শুনি মহামতি আইনস্টাইনের বিস্ময়ভরা উক্তি, এক-একটি রহস্যের দ্বার উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়াশা যেন আরো বেড়ে যাচ্ছে। তাই তার মুক্ত কণ্ঠে স্বীকৃতি, "বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সীমিত কিনা জানি না, তবে মানুষের জানা সীমিত।" অজানা জানার অচেনা চেনার এই প্রয়াস অনন্ত, নিত্য নতুন জ্ঞানালোকে জীবন হয়েছে উদ্ভাসিত। মানব জীবনে এসেছে সুখ। এই জ্ঞানালোক লাভে সময়ের মূল্য অপরিসীম। জীবনের এই ক্ষুদ্র পরিসরে সে সম্পদ, দেহ, মন, বুদ্ধি বিধাতা দিয়েছে মোদের যদি সঠিকভাবে ব্যবহার না করতে পারি। তাহলে প্যালার মতই সুখে জীবনটা কেটে যাবে। কেউ সুন্দর গোলাপ দর্শনের মতই সুখ পাবে না। জীবনটাই বিফলে যাবে। কত জন আসে যায়, সবাই ভুলে যায়। কেউ এসে চাকা ঘোরায়, অনন্তজন যুগ যুগ ধরে সুখ পায়। কখন? যে সময়ের মূল্য বোঝে, সে নিজেকে বোঝে, বোঝে নিজ দায় কর্তব্য।

যদি বিশ্বের দিকে তাকাই, কী দেখতে পাই? চারিদিকে শুধু হতাশা, হাহাকার, নির্মমতা, নির্লজ্জতা। বিশ্বব্যাপী মন্দা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, সন্ত্রাস, ভয় বিশ্বকে যেন গ্রাস করে ফেলেছে। সময় কী বলে? কী করতে হবে? কে পথ বলে দেবে? তাই তো তাঁর বরাভয় প্রতিশ্রুতি ঃ বিশ্বের যখন ঘোর অমানিশা, চারিদিক অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, মানবের মূল্যবোধ সকল তলানিতে, আমি তখনই আসি। তাঁরই স্মরণোৎসব শিবরাত্রি। সময়ের মূল্যবোধে চেতনা বিকশিত হলেই তাঁকে জানা যাবে। সকল রহস্যের দ্বার উন্মোচিত হবে। তিনি আজ এসেছেন। বিজ্ঞানীর সত্যানুন্ধানী দৃষ্টিতে তাঁকে দেখি, অনুধাবন করি সময়ের মূল্য। জীবন সফলতায় পূর্ণ হয়ে যাবে।

- ব্রহ্মাকুমার সমীর

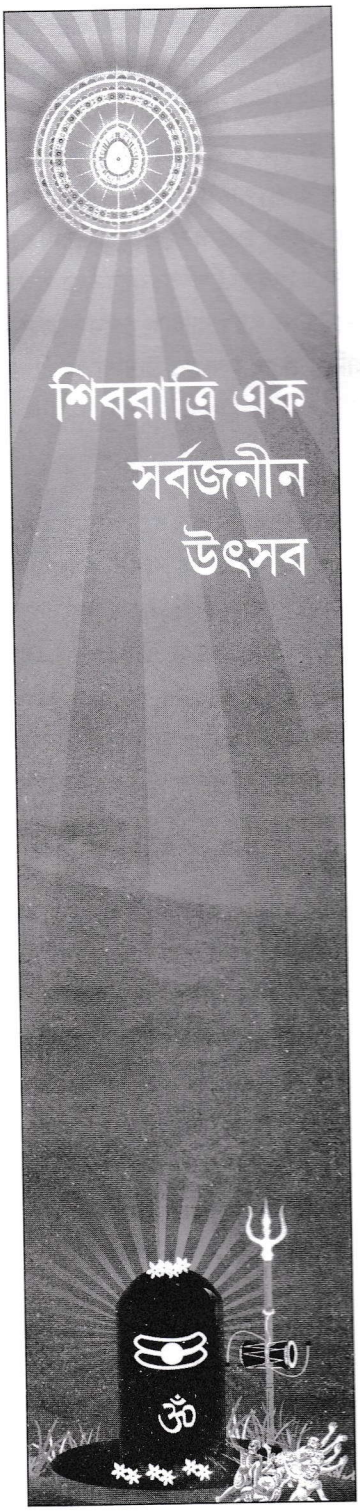

শিবরাত্রির প্রকৃত আধ্যাত্মিক রহস্য মানুষ যদি জানতে পারে তাহলে বিশ্ব পরিবর্তনের মহান লক্ষ্য সহজেই পূর্ণ হওয়া সম্ভব। শিবরাত্রি শুধুমাত্র শিবভক্তদের পরব নয়, পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং প্রধান ধর্মগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায় শিবরাত্রি উৎসব বিশ্বের সমস্ত মনুষ্য আত্মাদের উৎসব। মহাভারতের আদি পর্বে উল্লেখ আছে - যখন সৃষ্টি তমোগুণ ও অন্ধকারে আবৃত ছিল তখন ডিম্বাকৃতি এক জ্যোতি আবির্ভূত হয়, ওই জ্যোতির্লিঙ্গমই নতুন যুগ স্থাপনের নিমিত্ত হয়। ওই জ্যোতির্লিঙ্গম কিছু মহান বাক্য উচ্চারণ করেন এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মার অলৌকিক জন্ম দেন। মনু স্মৃতিতে আছে - সৃষ্টির প্রারম্ভে এক ডিম্ব প্রকট হয়, যা সহস্র সূর্যের সমান তেজস্বী ও প্রকাশমান। এরকম ভাবে শিবপুরাণের ধর্ম সংহিতায় বলা হয়েছে - কলিযুগের অন্তিমে প্রলয়কালে এক অদ্ভুত জ্যোতির্লিঙ্গম প্রকট হয়েছিল যা কালাগ্নির ন্যায় দাহিকাশক্তি সম্পন্ন, যার হ্রাস নেই আবার বৃদ্ধিও নেই। এক অনুপম সত্তা, তাঁর দ্বারাই সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। গভীরভাবে অবলোকন করলে বুঝা যাবে শুধুমাত্র ভারতীয় ধর্মগ্রন্থে নয় ইহুদি, ইশাই, মুসলমান প্রমুখদের ধর্মপুস্তকে, 'তোরেত'-এর আলোচনায় সৃষ্টির সংরচনার প্রক্রিয়ার কথা একই রকম ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে - সৃষ্টির আরম্ভে ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর ভাসত এবং আদিকালে ঈশ্বর অর্থাৎ পরমাত্মা 'আদম' এবং 'হব্বা'-কে তৈরি করেন যাঁদের দ্বারা স্বর্গ স্থাপন করেন। এখানে ঈশ্বরের নাম 'জিহোবা' যা ভগবান শিবেরই পর্যায়বাচক নাম। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভগবান শিবের স্মৃতি চিহ্ন ছড়িয়ে। পূর্বে (কাশিতে) বিশ্বনাথ, উত্তরে অমরনাথ, দক্ষিণে রামেশ্বর, পশ্চিমে সোমনাথ, উজ্জয়নীতে মহাকালেশ্বর, হিমালয়ে কেদারনাথ, হিসারে বৈদ্যনাথ, মধ্যপ্রদেশে ওঙ্কারনাথ, দ্বারিকায় ভুবনেশ্বর প্রভৃতি। শুধু ভারতেই নয় ভারতের বাইরের বিশ্বে বিশেষ সংস্কৃতি বহন করে এমন স্থানেও শিবের স্মারক পরিলক্ষিত হয়। যেমন, নেপালে পশুপতিনাথ। এভাবে ব্যাবিলন, মিশর, ইউনান এবং চীনেও ভগবান শিবের কোন না কোন নামে উপস্থিতি আছে। ব্যাবিলনে শিবের নাম 'শিউন', মিশরে 'সেবা', রোমে 'প্রিয়ঙ্গ'। ইতালির গিরিজাধরোতে আজও শিবের প্রতিমার পূজার প্রচলন আছে। চীনে শিবলিঙ্গকে 'হুবেড হিফুহ' বলা হয়। ইউনানে 'ফল্লুস', আমেরিকার পুরুবিয়া নামক স্থানে আজও ঈশ্বরকে 'শিবু' বলা হয়। কাবাতে প্রথম দিকে শিবের প্রতিমা ছিল। গবেষকদের ধারণা 'কাবা কোন এক সময় শিবালয়' ছিল। এর দ্বারা প্রমাণ হয় শিব পরমাত্মা বিশ্বের কল্যাণকারী পরিবর্তনের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য মহান কর্ম করেছিলেন। এজন্যই বিশ্বব্যাপী শিবের প্রসিদ্ধি।

শিবরাত্রির মহত্ত্ব

'শিব' এবং 'রাত্রির' প্রকৃত রহস্য না জানার কারণে আজ শিবরাত্রির মহত্ত্ব বিশ্বে আর নেই। এজন্য আমরা শিবরাত্রির 'প্রকৃত অর্থের' দিকেই দৃষ্টিপাত করব। আমরা জানি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার রাত্রি আসে কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিতে তিন রাত্রির বিশেষ মহিমা আছে, শিবরাত্রি, নবরাত্রি ও দীপাবলী। বিশেষ লক্ষ্যণীয় শিবরাত্রি-কে বাদ দিয়ে বছরের আরো ৩৬৩টি রাত্রির মধ্যে কী এমন ফারাক যা শিবরাত্রি এক বিশেষ পর্ব বা এক বিশেষ পবিত্র 'বরদান প্রাপ্তির' রাত্রি রূপে উদ্‌যাপন করা হয়? শুধু তাই নয়, যে কোন উপায়ে ওই

একটি রাত জাগরণের জন্য ভক্তগণ আন্তরিক চেষ্টা করেন। এবার প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক তাহলে বছরে শুধু একদিনের জন্য যে শিবরাত্রি পালন করা হয় প্রকৃতপক্ষে একেই কি শিবরাত্রি বলা হবে? যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় 'হ্যাঁ' তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় বছরের বাকি রাত্রিগুলো তমোগুণে বশীভূত হয়ে থাকো, শিবপিতাকে ভুলে যাও, আর যত পার ইচ্ছামত 'বিকর্ম' করে যাও। আবার যখন শিবরাত্রি আসবে তখন নির্জলা উপবাস করো, রাত্রি জাগরণ করো আর কিছুটা শিবের ভজনা করো, ব্যাস্। সঠিক ব্রত পালন হয়ে গেল। এরূপ ভাবনার প্রেক্ষিতে বলা যায় - ন'শো ইঁদুর ভক্ষণ করি, বিড়াল বলে চলো এবার হজ করি। তাহলে বাস্তবিক বলা যায় প্রতি বছর ভক্তগণ যে শিবরাত্রি পালন করেন তা প্রকৃত শিবরাত্রির অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ছিটেফোঁটাও নয়। বাহ্যিক কোন আচার-অনুষ্ঠান-ক্রিয়াকর্মের বিষয় নয় শিবরাত্রি। শিবরাত্রির প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আমাদের জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

শিব এরূপ সংকটকালে নিজের আলয় পরমধাম থেকে এই পৃথিবীর বুকে অবতরণ করেন এবং সর্বজনের কল্যাণের জন্য।

পরমাত্মা ভগবানের নাম 'শিব', 'শিব'-এর অর্থ কল্যাণকারী

শিবরাত্রি উৎসব 'শিব'-এর দিব্যজন্মের স্মরণোৎসব রূপে পালন করা হয়। শিবের মহান কর্মের ফলে 'বিশ্ব' অকল্যাণ থেকে কল্যাণকারী রূপে পরিবর্তিত হয়। 'শিব' পরমাত্মার কল্যাণকর্মের স্মরণোৎসবের সাথে 'রাত্রি' শব্দ কেন যোগ করা হল? এর প্রকৃত রহস্য কী? পরমাত্মা কি এই রাত্রেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন? কেবল এক রাত্রেই পবিত্র থাকা এবং নিজের মঙ্গলের কথা ভাববার জন্যই কি তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন? এ বিষয়ে বিশেষ কহতব্য হ'ল এই 'রাত্রি' ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হওয়া ৮-১০ ঘণ্টার রাত্রির কথা বলা হয়নি, কারণ পতিত হওয়া অকল্যাণের বিশ্বকে এতো স্বল্প সময়ে পবিত্র ও কল্যাণে পরিবর্তিত করা যায় না। এখানে 'রাত্রি' হ'ল অজ্ঞান-অন্ধকার, তমোগুণ এবং আলস্য স্বরূপ বিস্মৃতির তথা পাপাচারের প্রতীক। এই রাত্রিকে মহারাত্রি বাচক ধরা হয়, এই সময় সারা সৃষ্টি ধর্মভ্রষ্ট, কর্মভ্রষ্ট ও বিকার প্রধান হয়ে যায়। এই সময়কে কলিযুগের অন্তিম সময় গণ্য করা হয়। পরমাত্মা শিব এরূপ সংকটকালে নিজের আলয় পরমধাম থেকে এই পৃথিবীর বুকে অবতরণ করেন এবং সর্বজনের কল্যাণের জন্য বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজের কল্যাণকারী মহান কর্তব্য শুরু করেন। এই কারণের জন্যই ইহাকে 'শিবরাত্রি' বলা হয়। আর একটি মুখ্য বিষয় হল আসন্ন শিবরাত্রি বা শিবজয়ন্তী কত তম তা জানা ভীষণ জরুরি। সাড়ম্বরে ৭৭তম শিবজয়ন্তী পালন হতে চলেছে। শিবের রূপ কেমন? বিভিন্ন মন্দিরে শিবলিঙ্গ নামে যে প্রতিমা দেখা যায় তার দ্বারা স্পষ্ট যে শিব 'অশরীরী'। অতএব প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক শিবের জন্ম কোন শরীরে এবং কীভাবে হয়ে থাকে?

শিবরাত্রির রহস্য

একটি বিষয় সবাই জানে ভগবান শিব জন্ম-মৃত্যুর অতীত এবং কর্মাতীত। এজন্য কর্মের হিসাব-নিকাশের জন্য কারো শিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করে লালন-পালন হওয়ার তার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ তিনিই সকলের মাতা-পিতা ও পালনকর্তা। তিনি কলিযুগের শেষলগ্নে এক সাধারণ বৃদ্ধের তনুতে দিব্যপ্রবেশ করেন, যাকে 'পরকায়া প্রবেশ' বলা হয়। তাঁরই মুখকমল দ্বারা ঈশ্বরীয় 'জ্ঞান' ও 'যোগ'-এর শিক্ষা দিয়ে জনমনকে সতোপ্রধান

করে সত্যযুগের পুনঃস্থাপন করেন অর্থাৎ কল্যাণময় বিশ্বে পরিণত করেন। ওই বৃদ্ধের গুণবাচক ও কর্তব্যবাচক নাম রাখেন 'প্রজাপিতা ব্রহ্মা'। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে তিনি এইভাবে ব্রহ্মার মুখের দ্বারা 'জ্ঞানগঙ্গা' নিঃসৃত করে ভারত এবং বিশ্বকে পবিত্র করেছিলেন। একটি বিষয় অবগত থাকা প্রয়োজন মনুষ্যাত্মা শরীর ধারণ করার পর জীবন নির্বাহ করে, কর্ম করে, অবশেষে এক শরীর ত্যাগ করে অন্য এক শরীর ধারণ করে। কিন্তু ভগবান শিব পরমাত্মা 'সদামুক্ত'। সুতরাং তাঁর পুনর্জন্মের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তিনি অবতরণ করে পরকায়ায় প্রবেশ করেন কিন্তু সারা সময়, সারাদিন ওই বৃদ্ধের শরীরে অবস্থান করা অনিবার্য নয়, কারণ ওই বৃদ্ধ অর্থাৎ প্রজাপিতা ব্রহ্মার শরীরের সাথে তাঁর কোন বন্ধন নেই। ভগবানের মুক্ত থাকার অর্থ এই নয় যে তিনি এই পৃথ্বীলোকে পুনরায় আসেন না। তাঁর মহান কর্তব্যই হল কলিযুগের শেষে যখন অজ্ঞান অন্ধকার রূপী রাত্রি হয় তখন তিনি অবতারিত হয়ে জ্ঞান, যোগ তথা পবিত্রতার আধারে বিশ্বকল্যাণ করা। ভগবানের 'শিব' নাম শাশ্বত। ভগবানের এই মহান কর্তব্য প্রতি পাঁচহাজার বছর অন্তর পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে। এই মহত্বপূর্ণ বিষয় জ্ঞাত হবার পর অবশ্যই এক সহজ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে বর্তমান সময় উল্লিখিত অজ্ঞান-অন্ধকারের সময় চলছে। শাস্ত্রে ও পুরাণে বর্ণনা পাওয়া যায় - কলিযুগের অন্তিম সময়ের লক্ষণ সদাচারহীন ব্যবসা, বিবেকশূন্য বিজ্ঞান, প্রেমহীন প্রভুত্ব, অন্ধশ্রদ্ধা যুক্ত ভক্তি, ধর্মের নামে হিংসা, ক্ষুধার জ্বালায় পিতামাতার সন্তান বিক্রয় বা ব্যাভিচারে লিপ্ত করানো প্রভৃতি। কামবাসনা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যা সম্বন্ধের মর্যাদা অহরহ লঙ্ঘিত হয়। অপর দিকে ভৌতিক উন্নতির উপর ভর করে সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে তৈরি হয়ে যায় যেমন হাইড্রোজেন বোমা, জীবাণু বোমা, অ্যাটম বোমা, মিসাইল ইত্যাদি। কেউ জানে না কখন কীভাবে বিশ্ব ভস্মীভূত হয়ে যাবে। আজ প্রতিটি মানুষের অন্তরে ভয় ও জিজ্ঞাসা, 'মানবতা কোথায় গেল'? ধর্ম কোথায় মুখ লুকালো? নিরাশার এই তমোগুণী মহাসাগরে আশার এক আলোর মাস্তুল উদয় হয়েছে। আপনি কি তা জানেন? ইহা তো শাশ্বত সত্য যে 'অতি' অন্তকে ডেকে নিয়ে আসে। সৃষ্টিচক্রের নিয়ম অনুযায়ী অন্তের পরে আদি অবশ্যই আসে। অতএব ইহা জেনে আপনারা খুশি হবেন সকল আত্মাকে এই দুঃখময় নরক তুল্য সংসার থেকে মুক্ত করে পবিত্র সুখময় স্বর্গে (সত্যযুগ) নিয়ে যাবার জন্য পরমপিতা পরমাত্মা ভগবান শিব তাঁর ঈশ্বরীয় মহান কর্তব্য ১৯৩৭ সাল থেকে করে চলেছেন। এজন্যই আমরা ৭৭তম হীরেতুল্য শিবজয়ন্তী পালন করার প্রস্তুতি নিচ্ছি।

কলিযুগের অন্তিম সময়ের লক্ষণ সদাচারহীন ব্যবসা, বিবেকশূন্য বিজ্ঞান, প্রেমহীন প্রভুত্ব, অন্ধশ্রদ্ধা যুক্ত ভক্তি, ধর্মের নামে হিংসা, ক্ষুধার জ্বালায় পিতামাতার সন্তান বিক্রয় ....

ভগবান শিব পুনরায় প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ঈশ্বরীয় জ্ঞান,যোগ, দিব্যগুণ, পবিত্রতা, শান্তি,আনন্দ, শক্তির অমূল্য 'বরদান' দিয়ে চলেছেন। এই বরদানের তিনিই অধিকারী হবেন যিনি অন্ধকারময় রাত্রিতে আধ্যাত্মিক অর্থে জেগে থাকবেন। মুক্তি- জীবন্মুক্তি তিনিই লাভ করবেন যিনি ব্রহ্মচর্যের ব্রত পালন করবেন।

সর্ব মনুষ্যাত্মার কল্যাণকারী শিব পরমপিতা পরমাত্মা ৭৭তম শিবজয়ন্তীতে এই শুভ সন্দেশ দিচ্ছেন 'পবিত্র হও', 'রাজযোগী হও'।

পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ এবং ভবিষ্যতের রাজকার্য

- ব্রহ্মাকুমার রমেশ শাহ্

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীন হওয়ার পর প্রথমেই সংবিধান তৈরির কাজ চলছিল। এই বিষয়ে সংসদে অনেক আলোচনা হওয়ার পর ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি সেই সংবিধান কার্যকরী হয়- ভারত এক স্বতন্ত্র গণতান্ত্রিক দেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও ব্রহ্মাবাবার অব্যক্ত হওয়ার পর শিববাবা সংবিধান রচনা করান। আমাদের সংবিধান পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংবিধানেরই অনুরূপ। ভারতের সংবিধানে আছে - জনতা নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিকে নিজের প্রতিনিধি স্বরূপ বিধানসভা বা সংসদে পাঠান। পরে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন হয় এবং শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। বর্তমানে দৈবী কার্যক্রমের কার্যকর্তাও তিনভাবে নিযুক্ত হন - স্বপছন্দ, লোকপছন্দ এবং প্রভুপছন্দ।

লোকপছন্দ অর্থাৎ নির্বাচন। সকলে মিলে নির্ণয় করেন যে ট্রাস্টি রূপে আমাদের কার্যকলাপ কে কে করবেন। বর্তমানে লোক পছন্দের ভিত্তিতে নিযুক্ত হওয়া আত্মাগণ ভবিষ্যতে রাজকার্যের নিমিত্ত হন। ভারত মাতাকে স্বাধীন করার জন্য অনেক বিপ্লবী একসাথে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর সেই বিপ্লবীদের মধ্যে থেকেই উপযুক্ত বিপ্লবী বিধানসভা বা সংসদের সদস্য হন। তাঁরাই মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি - পদাধিকারী হন। ঠিক যেভাবে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিপ্লবীরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলেন - তেমনই আমরা ব্রহ্মাবৎসগণ ২৫০০ বছরের মায়া-রাজ্যের অপশাসন থেকে নিজেকে এবং সবাইকে মুক্ত করার জন্য পুরুষার্থ করছি। যখন মায়া-রাজ্যের অবসান হয়ে নতুন রাজধানী স্থাপন হবে তখন মায়া-রাজ্য থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তপস্যাকারী ব্রহ্মাবৎসই কোনো না কোনো উঁচু পদ লাভ করবেন। স্লাইড ৩৫ এম. এম. আকারের হয়। কিন্তু যখন তাকে প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখানো হয় তখন ছোট স্লাইডটি সিনেমার পর্দায় অনেক বড়ো দেখা যায়। অনুরূপ ভাবে এই সঙ্গমযুগ ছোটো স্লাইডেরই অনুরূপ যা কিছু আমাদের ভবিষ্যতের ছায়াচিত্র প্রদান করে। বর্তমানে যা কিছু হচ্ছে তা ২৫০০ বছরের সত্য ত্রেতা যুগের ইতিহাস এই সৃষ্টি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হবে।

ভারত সরকারের যেমন কেন্দ্র আর রাজ্য সরকার আছে, এখানেও তেমনি মুখ্যালয় তথা জোন আছে। ভারত সরকারের শাসনব্যবস্থা চালানোর জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডল, রাজ্যস্তরে মন্ত্রীগণ আছেন। আমাদের ও মুখ্য প্রশাসিকা, সহ মুখ্য প্রশাসিকা, সংযুক্ত মুখ্যপ্রশাসিকা, মহাসচিব, সচিব ইত্যাদি পদাধিকারী রূপে কেন্দ্রীয় স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনা করেন। সংস্থা- ব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য জোন ইনচার্জ নিযুক্ত করা হয়। ভারত সরকারের অনেক প্রকার নিগম আছে যার অধ্যক্ষ সরকার পরিচালনা কার্য্যে সাহায্য করে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও তেমনি অনেকগুলি বিভাগ তথা wing আছে। প্রত্যেক বিভাগের একজন ইনচার্জ এবং wing এর একজন অধ্যক্ষ আছেন। এই ব্যবস্থার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনা সুচারুরূপে পরিচালিত হয়। ঠিক যেমন দৈবী রাজ্যে

সবাই আপসে একমত হয়ে কার্য পরিচালনা করেন।

এই সময় কাজে মুখ্য হল আমাদের সকলের পবিত্র বুদ্ধি, যার সামনে যেকোনো সমস্যা সহজ সমাধান হয়ে যায়। যখন ব্রহ্মাবাবা অব্যক্ত হয়েছিলেন তখন আমরা সবাই খুব বেশি অনুভাবী ছিলাম না, সবসময় সন্দেশী বোনের মাধ্যমে শিব বাবার মার্গদর্শন নিতে হত। আমার এখনো মনে আছে - ব্রহ্মা বাবা ১৮ জানুয়ারী অব্যক্ত হয়েছিলেন আর ১৯ জানুয়ারি তাঁর পার্থিব শরীর হিস্টোরি হলে রাখা হয়েছিল। সবার মনে অনেক প্রশ্ন ছিল - সবাই আপসে যুক্তি পরামর্শ করছিলেন। এমন সময় সন্তরি দাদির মাধ্যমে শিববাবা দিব্য অবতারিত হয়ে বললেন - ব্রহ্মাবাবার পার্থিব শরীরের অগ্নি-সৎকারের পর যখন ভোগ লাগানো হবে তখন তিনি আবার এসে সবার প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

প্রথমদিকে আমাদের কার্য পরিচালনার অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই সন্দেশী বোনের মাধ্যমে শিববাবার নির্দেশ পাওয়া যেত। পরবর্তীকালে শিববাবা সবাইকে অনুভাবী করে তুলেছেন। এরপর বিদেশে সেবা শুরু হয়। বর্তমানে এত বিশাল কার্য্য পরিচালনার সময় অনেক প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন হলেও শিববাবার অনুভাবী সন্তান - আমরা খুব সামান্য প্রশ্নই শিববাবার কাছে জানাই। আগে তো শিববাবা অনেক বার অবতরণ করতেন এবং অনেক সময় ধরে সন্তানদের মাঝে বিরাজ করতেন। এখন বাবা বছরে কেবলমাত্র নয়-দশবার অবতীর্ণ হন এবং মাত্র তিন-চার ঘণ্টায় আমাদের অর্থাৎ সকল আত্মাদের পরিতৃপ্ত করে চলে যান। আর বলে যান মার্গ দর্শন নিতে হলে বতন (পরমধাম) -এ চলে এসো। পরমধাম যাওয়ার কার্যক্রম ও বাবা আমাদের বলেছেন বাপদাদার সাথে যাবো, সাথে থাকব আর আবার ব্রহ্মাবাবার সঙ্গে রাজত্ব করব।

এমনই তিনি শিক্ষা দেন যে আমরা ২৫০০ বছর পর্যন্ত এই সৃষ্টিরঙ্গমঞ্চে নিজেদের কর্তব্য শ্রেষ্ঠ রূপে পালন করি।

পরমাত্মার দিব্য অবতরণ আর তাঁর দিব্য কর্তব্য - যা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়ে থাকে, এমনটি অন্য কোনো ধর্মে হয় না। অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে দেখা যায় - ধর্মস্থাপক ধর্মের স্থাপনা করে চলে যান। পরে ভিন্ন নাম, রূপ, স্থান, সময়ে এই সৃষ্টি - রঙ্গমঞ্চে এসে নিজের ধর্মের রক্ষা তথা ধর্ম বিস্তার করে থাকেন। শিববাবা এই সঙ্গমযুগেই আমাদের ভবিষ্যতের রাজকার্য্যের উপযুক্ত রাজা করে তোলেন। এমনই তিনি শিক্ষা দেন যে আমরা ২৫০০ বছর পর্যন্ত এই সৃষ্টিরঙ্গমঞ্চে নিজেদের কর্তব্য শ্রেষ্ঠ রূপে পালন করি। এর জন্য শিববাবা তিনটি নির্ণায়ক শব্দের প্রয়োগ করেছেন - অটল, অখণ্ড, নির্বিঘ্ন রাজ্য।

বর্তমানের সঙ্গমযুগই ভবিষ্যতের ট্রেনিংগ্রাউন্ড। নিজেকে সর্বগুণ-সর্বশক্তি দ্বারা খুব ভালো করে সাজাতে হবে যাতে ভবিষ্যতের রাজকার্য্য পরিচালনার যোগ্য হয়ে উঠতে পারি। আমরা সবাই সাক্ষী হয়ে দেখি- কেমনভাবে আমরা সবাই রাজকার্য্যের লটারি নেওয়ার জন্য প্রযত্নশীল।

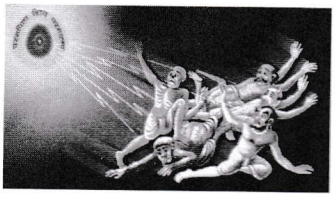

ভগবান 'শিব' রাত্রিকে দিনে পরিবর্তনের জন্য অবতীর্ণ হন

- ব্রহ্মাকুমার শিবু, কলকাতা

শিবরাত্রি উৎসব সমাসন্ন, মহা ধূমধামে ভক্তগণ একদিনের সংযম ও একদিনের নির্জলা উপবাস করে শিবলিঙ্গের উপর জল, দই, ঘি, বেলপাতা, আকন্দ ফুল, ধুতরো ফুল ও ফল অর্পণ করে আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটিকে পালন করবেন। কিন্তু যারা ভক্ত নন তারা তো করবেনই না বরং এক-আধটু অনেকে বিরূপ মন্তব্যও করবেন। এভাবে চলে আসছে বহু বছর। কিন্তু কারো জানা নেই এবছর ৭৭ তম শিবরাত্রি। শিবের পরিচয় যদি মানুষ জানত তাহলে সমাজের শুদ্ধিকরণের কাজ ত্বরান্বিত হত। ভগবান শিব প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর এই পৃথিবীতে নিজ নিবাস পরমধাম থেকে শুভাগমন করেন যখন পৃথিবী ভৌতিক উন্নতিতে চরম শিখরে পৌঁছায় অথচ পাপাচার, ভ্রষ্টাচার, ব্যাভিচারে পূর্ণ অন্ধকারময় রাত্রির পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। মূর্খ থেকে পণ্ডিত, দুর্বল থেকে সবল সবাই অন্ধের মত পরিস্থিতির কাছে ধাক্কা খায়। অর্থাৎ দুঃখ অশান্তিতে ত্রাহি-ত্রাহি করে। ভগবান ধরিত্রীতে এই রাত্রিসম পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করে দিন অর্থাৎ সুখশান্তির দুনিয়া নির্মাণ করার লক্ষ্যে অবতীর্ণ হন। এই মহান কর্ম করার জন্য তিনি প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা এক ব্যতিক্রমী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম 'প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়', যার সংক্ষিপ্ত নাম 'ব্রহ্মাকুমারীজ' নামে পরিচিত। বিস্ময় জাগে তথ্যপ্রযুক্তির যুগে যেখানে এক সেকেন্ডে যে কোন সংবাদ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছতে সময় লাগে না সেখানে পৃথিবীর এই কল্যাণকারী সংবাদ সিংহভাগ মানুষের জানা নেই। তবে বর্তমান পৃথিবীতে 'কু' সংবাদের গতি ভীষণ তীব্র তেমনি 'সু' সংবাদের গতি অতি মন্থর। তাই ভগবানের অবতরণ এবং তাঁর বিশ্ব পরিবর্তনের মহান কর্মের সংবাদ সেই নিয়মের জন্য শম্বুক গতিতেই চলছে।

এখন রাত্রি কেন?

বর্তমান পৃথিবীতে আধুনিক সভ্যতার রমরমা। এমন দিক নেই যেখানে মানুষের অবাধ বিচরণ হয়নি। বিজ্ঞানের উপর ভর করে জল-স্থল-অন্তরীক্ষের বহু রহস্য উন্মোচন করে সে সবাইকে হতবাক করে দিয়েছে। নিজেকে প্রায় সর্বশক্তিমান প্রতিপন্ন করেছে। রাজনীতিতে, ধর্মে,কর্মে, সমাজদর্শনে, শাস্ত্রে এমন দিক নেই যেখানে সমৃদ্ধ হয়নি, সার্বিক সাফল্য তার অহংকার বাড়িয়েছে। এতসব সত্ত্বেও জীবনের সার্বিক সুখশান্তি খুইয়ে বসেছে, অহংকার ও কৃত্রিমতা সর্বত্র গ্রাস করেছে, ভয়-টেন্‌শন্‌-নিরাপত্তাহীনতা প্রতিটি মানুষের নিত্যসঙ্গী হয়েছে। দিনের পর দিন দুঃখ যন্ত্রণা কষ্টের বোঝা বেড়েই চলেছে। যদি প্রশ্ন রাখা যায়, মানব সমাজের এই করুণ দশা কেন? উদ্ধার পাওয়ার উপায় কী? না, কারো কাছে সমাধান নেই। এটাই হল আধুনিক পৃথিবীর ঘোর অন্ধকার ও মহাসংকটের কাল। বর্তমানে একজনও স্বীকার করবেন না তার নিজের আত্মিক পতন হয়েছে। নিজেকে 'সঠিক' ভেবে অন্যের দিকে আঙুল তুলবে। স্ব-দর্শন না করে পরদর্শন, পরচর্চা, পরনিন্দায় সে মেতে উঠবে। বিশ্বসমাজে নিচু তলা থেকে উঁচু তলা পর্যন্ত প্রতিটি মানুষের আহার, বিহার, ব্যবহার, দৃষ্টি, বৃত্তি, চিন্তা, ভাষায় লাগামছাড়া নিয়ন্ত্রণহীনতা প্রমাণ করে মানুষের গুণগত মান কোন তলানিতে পৌঁছেছে। এটাই হল বিশ্বসমাজের মূল্য সমস্যা। ইহাকেই বলা হয় ধর্মের গ্লানির সময়। পবিত্রতাহীনতায় আক্রান্ত জগৎ সংসারের সংকটময়

মহাবিভ্রান্তির অন্ধকার রাত্রি। ভগবান মহাবিভ্রান্তি নাশ করে অপবিত্র অন্ধকার দূর করে মানবাত্মার শুদ্ধিকরণের লক্ষ্যে সুখশান্তিময় নতুন বিশ্ব স্থাপনের জন্য ধরায় অবতীর্ণ হন। এই আবির্ভাবই হল শিবজয়ন্তী বা শিবরাত্রি উৎসব। ভগবান বিশ্ব মানবকে তাঁর মহাবাক্যে আশ্বস্ত করেন- যখন যখন ধর্মের গ্লানি হবে তখনই তিনি এই ভারতে আবির্ভূত হবেন। তাঁর কথা অনুযায়ী তিনি ভারতে আবির্ভূত হয়েছেন এবং ১৯৩৭ সাল থেকে ধর্মের গ্লানি অর্থাৎ মানবের মন-বচন-কর্মের অপবিত্রতা মোচনের মহান কর্ম শুরু করেছেন। ব্রহ্মাকুমারীজকে শিক্ষাদানের প্লাটফর্ম করে তিনি তিনটি জ্ঞানের পয়েন্ট বলে বিশ্ব পরিবর্তনের মহান কর্ম করেন। প্রথম পয়েন্ট, আমাদের পরিচয় কী? আমরা কে? দ্বিতীয় পয়েন্ট, ঈশ্বর কে? তৃতীয় পয়েন্ট, সৃষ্টির রহস্য কী? এই তিনটি বিষয় নিয়ে হল 'রাজযোগ'। প্রকৃত শিবজয়ন্তী বা শিবরাত্রি পালন মানে রাজযোগ শিক্ষা। রাজযোগের শিক্ষক একমাত্র ভগবান এবং রাজযোগের শিক্ষাকেন্দ্র ব্রহ্মাকুমারীজ।

ভগবানের জ্ঞানদর্পণ

ভগবান মানুষের তমোপ্রধান স্তর থেকে আবার সতোপ্রধান স্তরে উন্নীত করার জন্য প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর এই পৃথিবীতে আসেন।

ভগবান হলেন এই সৃষ্টির সর্বোচ্চ শিক্ষক কারণ তিনি জ্ঞানের সাগর ও সর্বশক্তিমান। তিনি জ্ঞানদর্পণ দেখিয়ে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ধরিয়ে দেন, স্মৃতি হারিয়ে যাওয়া মানুষের স্মৃতি দান করেন। কর্মের অতি গহন গুহ্য গতির জ্ঞান জলের মত সহজ সরল করে দান করে মনুষ্যাত্মাকে শ্রেষ্ঠ কর্ম করার প্রেরণা দেন। সৃষ্টির আদি সত্যযুগে আমরা দেহের মধ্যে অবস্থান করলেও আত্ম-অভিমানী (Soul concious) ছিলাম। ওই সময়ে আত্মার প্রকৃত ধর্ম জ্ঞান, পবিত্রতা, শক্তি, প্রেম, সুখ, শান্তি ও আনন্দ-এই সাতটি বিষয় শতকরা একশ ভাগ ছিল। তখন মানুষ সতোপ্রধান ছিল। সুখশান্তি ও সন্তুষ্টতায় পরিপূর্ণ ছিল। কালচক্রের নিয়মে জনম-মরণের আধারে বারংবার আসার জন্য কলিযুগের অন্তে প্রতিটি মানুষ দেহ-অভিমানে (Body concious) পরিণত হয়। তখন দেহের ধর্ম কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার, আলস্য ও ভয়-এই সাতটি বিষয় ধারণ করে মানুষ তমোপ্রধানে পরিণত হয়, দুঃখ-অশান্তি, জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করে। ভগবান মানুষের তমোপ্রধান স্তর থেকে আবার সতোপ্রধান স্তরে উন্নীত করার জন্য প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর এই পৃথিবীতে আসেন। এই মহান কর্ম ভগবান যে কতবার করেছেন তার হিসাব নেই, আবার এখন করছেন, আগামীতে কতবার করবেন তারও হিসাব করা মুশকিল। এই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান চক্র আদি অনাদি কাল ধরে চলে আসছে এবং চলতে থাকবে - এটাই হল ভগবানের জ্ঞানদর্পণ।

পবিত্র হওয়ার উপায়

একটি মোবাইল ফোনের চালিকা শক্তি ব্যাটারি। ব্যাটারি ডিসচার্জ হয়ে গেলে চার্জারের সাহায্যে বিদ্যুতের সংযোগে ব্যাটারি চার্জ করতে, তাহলেই মোবাইল পূর্বের ন্যায় চলে। ঠিক তেমনি মানুষের চালিকা শক্তি তার আত্মা। বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্যাত্মা পবিত্রহীন, শক্তিহীন, গুণহীন, তাই তাদের চালচলন নিয়ন্ত্রণহীন। নিজেকে সুনিয়ন্ত্রিত

করতে হলে আত্মাতে পবিত্রতা, শক্তি ও গুণ ধারণ করতে হবে। পৃথিবীর এমন কোন ব্যক্তি নেই বা প্রতিষ্ঠান নেই বা স্থান নেই যেখানে পবিত্রতা, শক্তি ও গুণ পাওয়া যায়। এজন্যই পবিত্রতার সাগর, শক্তির সাগর ও গুণের সাগর ভগবানের প্রয়োজন। ভগবান হলেন এসবের ভাণ্ডার। ভগবানের থেকে কিছু ধারণ করার জন্য 'মন্মনা ভব' বা 'মামেকম্ স্মরণ' রূপী চার্জার চাই। রাজযোগ হল সেই শিক্ষা যার সাহায্যে ঈশ্বরের সমস্ত সম্পদ মনুষ্যাত্মা নিজের মধ্যে ধারণ করে সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ হয়ে সতোপ্রধানে পরিণত হয়। রাজযোগ যাঁরা শেখেন তাঁদের আহার, বিহার, ব্যবহার, দৃষ্টি, বৃত্তি, চিন্তা ও ভাষার নিয়ন্ত্রণ ও পবিত্রতা দেখে বোঝা যায় সেই শিক্ষার্থী কতখানি 'মেইন পাওয়ার হাউস' ঈশ্বরের থেকে কতখানি পাওয়ার ধারণ করেছেন। ভগবান শিব কালচক্রের অন্তে অর্থাৎ কলিযুগের শেষলগ্নে এসে পৃথিবীর আত্মাদের জ্ঞান, গুণ, শক্তি দান করে বিশ্ব পরিবর্তন করেন। অপবিত্র, ভ্রষ্টাচারী কলিযুগকে সত্যযুগীয় পবিত্র ও শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়াতে পরিবর্তন করেন। শিবরাত্রি উৎসব হল পবিত্র হওয়ার জন্য সমস্ত আত্মার প্রতি ভগবানের স্নেহের আহ্বান। শিবজয়ন্তী বা শিবরাত্রি শুধুমাত্র প্রথামাফিক আচার-অনুষ্ঠানের উৎসব নয়। ৭৭তম শিবরাত্রিতে ঈশ্বরের বার্তা- পবিত্রতা ধারণ করে স্ব-পরিবর্তন করে বিশ্বপরিবর্তন করো তাহলে অন্ধকারময় দুঃখ-অশান্তি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে স্বতঃই আলোকময় সুখ-শান্তির দুনিয়া তৈরি হয়ে যাবে।

স্ব-উন্নতি ও সেবায় সফলতার জন্য বাপদাদার শ্রীমৎ

(অব্যক্ত মুরলী ৩১-১২-১১)

বাপদাদা চান এই নতুন বছরেই প্রতিটি বাচ্চা তার নিজের পুরনো সংস্কার যা রয়ে গেছে তাকে সংস্কার করে নিক। বছরকে বিদায় দেবার সাথে সাথে পুরনো সংস্কারকেও বিদায় করে দাও, এর জন্য চাই দৃঢ় সংকল্প। সংকল্প করছো কিন্তু সংকল্পে তীব্রতা চাই।

বাপদাদা চান পুরনো বছরের সাথে প্রতিটি বাচ্চার ব্যর্থ বৃত্তি ও দৃষ্টি বিদায় হোক। যদি কোন আত্মার প্রতি ব্যর্থ ভাবনা ও ব্যর্থ ভাব থাকে তো তার বিনাশের উৎসব করো। অমৃতবেলায় অধিকাংশ বাচ্চাই আন্তরিকতার সাথে যোগে বসে, বাপদাদার সাথে কথাও বলে, আত্মিক স্মৃতিতেও বসে, বাপদাদার থেকে শক্তিও নেয় কিন্তু যতদিন যাবে ততই সংকট ঘনিভূত হবে। এজন্যই জ্বালামুখী যোগের প্রয়োজনীয়তা আছে। জ্বালামুখী যোগ অর্থাৎ লাইট-মাইট স্বরূপ শক্তিশালী।

সঙ্গমের সময় হঠাৎ-ই শেষ হয়ে যাবে, এজন্য প্রতিটি বাচ্চার প্রতি বাপদাদার শুভভাবনা এবছরেই প্রতিটি বাচ্চা ফরিস্তায় পরিণত হোক। প্রত্যেকের চেহারায় ফরিস্তার রূপ প্রকাশ পাক। লাইট-মাইট স্বরূপ যোগ দ্বারা ব্যর্থকে জ্বালিয়ে দাও।

এ বছরের হোমওয়ার্ক - আমাকে ফরিস্তা স্বরূপে থাকতে হবে, যদি কোন সমস্যার উদ্ভব হয় তাহলে একে অপরের সহযোগী হয়ে স্নেহ দ্বারা শক্তি দিয়ে নিজের সেন্টারকে, শিক্ষার্থীকে তীব্র পুরুষার্থী করতে হবে। বাপদাদার বিশেষ বরদান - 'সদা সন্তুষ্টমণি ভব'। সন্তুষ্ট থাকো এবং সন্তুষ্ট করো। প্রসন্ন থাকো ও ভাগ্যবান হও।

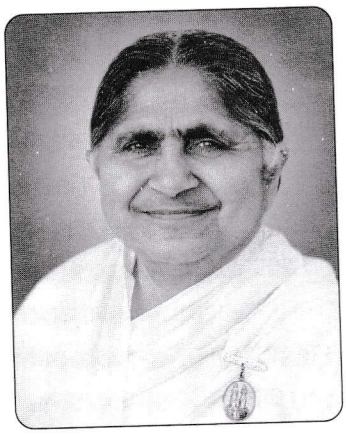

রাজযোগিনী দাদি জানকীজি
মুখ্য প্রশাসিকা

প্রশ্ন আমাদের উত্তর দাদিজির

(ভগবান 'শিব'-এর নিকট হতে দাদি জানকীজি 'দিব্যবুদ্ধিসম্পন্না' বর লাভ করেছেন। জীবনের মহাসংকটের সমাধান এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যুক্তি ও শক্তি দিয়ে অন্যকে মুগ্ধ করতে তিনি অদ্বিতীয়া। এখানে ভাইবোনেদের কিছু প্রশ্ন এবং দাদিজির উত্তর পরিবেশিত হ'ল।)

প্রশ্ন ঃ ধরা যাক্, আমি নিজের দিক থেকে শান্তিতে থাকার চেষ্টা করছি কিন্তু তার প্রভাব অন্যের উপর বা বাতাবরণের উপর পড়ল না তবুও কীভাবে তাকে প্রকৃত শান্তি বলা হবে?

উত্তর ঃ শান্তি তিন ধরনের -
১। কারো সাথে কথা বলছ না তাকে শান্তি বলা হবে না, চুপ থাকা বলে, এরূপ চুপ থাকাকে শান্তির বাতাবরণ বলে না। এ ধরনের শান্তিকে শান্তি বলে না।

২। বৈরাগ্যের শান্তি, কারো সাথে সম্বন্ধ রাখতে ভাল লাগছে না, শান্ত থাকছি, চুপ থাকছি, একজনের সাথে কথা বলছি, অন্য আর একজনের সাথে বলছি না, এরূপ শান্তি প্রেমযুক্ত শান্তি নয়।

৩। প্রকৃত শান্তি তাকেই বলা হবে যা বায়ুমণ্ডল তৈরি করে, কেউ যদি আমার অপছন্দেরও থাকে তারও চেহারায় যেন স্মিতহাসির ভাব আনতে সক্ষম হই। যদি জ্ঞান, প্রেম, আনন্দ সহযোগে শান্তি দান করি তাহলে অন্যের দুঃখ, অশান্তি দূর করতে পারব। আমার চেতনায় রাখা দরকার আমারই সংকল্প, বচন, কর্মের প্রভাব অন্যের উপর কীরূপ পড়তে পারে। এরকম যেন না হয় আমাকে তো শান্তিতে থাকতে হবে, যোগে থাকতে হবে তাই অন্যকে গ্রাহ্য করব না। আমরা তো বলে থাকি আমাদের মধ্যে এতটাই শান্তি আছে যা বিশ্বকে দিতে সক্ষম, অতএব বিশ্বকে সামনে রেখে শান্ত স্বরূপ হতে হবে। সর্বশক্তিমান পরমাত্মার থেকে শান্তির শক্তি সর্বদা যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে কিছুটা তো সহন করতেই হবে। তবুও আমাদের কাছে শান্তির শক্তি আছে। যদি আমার উপর কেউ অখুশি হয়েও চলে তবুও আমার কাছে প্রেমের শক্তি আছে। যদি হৃদয় বড় হয় তাহলে ঈর্ষান্বিত আত্মাকে খুশি করা যায়। সাচ্চা হৃদয়, উদার হৃদয় বিশাল হৃদয় সম্পন্ন আত্মা অন্যকে অপার শান্তি দিতে সক্ষম।

প্রশ্ন ঃ মনে সংকল্প করাই কি কর্ম নাকি সংকল্পকে কর্মে পরিণত করলে কর্ম বলা যাবে?
উত্তর ঃ বাস্তবে দেখা যায় সংকল্পকে চলতে দিলে সে কর্মে এসেই যাবে। আমরা মেডিটেশনের গভীরে ডুব দিলেও সংকল্পের উপর মনোযোগ থাকে। পূর্বকৃত কর্মের আধারে আমাদের সংকল্প উৎপন্ন হয়। বর্তমানে কোন উল্টো বা ব্যর্থ কর্ম করার সংকল্প এলে আমি যদি আন্তরিক প্রয়াস করে সংকল্পকে শুদ্ধ করি তাহলে তা আমারই কল্যাণ হবে।

প্রশ্ন ঃ কর্মের আধারে কী কোন পরিবারে বা কোন গোষ্ঠী বা কোন দেশে জন্ম হয়? জন্মের আধার কী কর্ম?
উত্তর ঃ পূর্ব কর্মের আধারে জন্ম হয় কিন্তু জ্ঞান এমন এক বিষয় যার দ্বারা উপলব্ধি ও বুঝ

এসে যায় যে এতেই আমার কল্যাণ হবে।

প্রশ্নঃ চোখ বন্ধ করে যোগ করা কী ভুল?

উত্তরঃ যদি চাও চোখ বন্ধ করো কিন্তু কতক্ষণ বন্ধ রাখবে? কখনো আমরা চোখ বন্ধ করি যে সামনের দৃশ্য দেখতে চাই না। চোখ বন্ধ করলে সামনের কাউকে হয়তো দেখলাম না কিন্তু দূরের বা অতীত হয়ে যাওয়া অনেক কিছুই ভেতরে ভেতরে দেখে ফেললাম। চোখ বন্ধ করলে ঘুম আসার সম্ভবনা থাকে। এজন্য ন্যাচারল যোগী হওয়ার জন্য চোখ খোলা রেখে, দেখেও না দেখার অভ্যাস করো। যোগের অর্থ হল 'কু' না দেখা,না বলা, না শোনা তাহলে আপনা থেকেই যোগী হয়ে যাবে। কারো নাম রূপ আমার প্রয়োজন নেই তাই চোখ খোলা থাকলে কোন বাঁধা নেই। আমার কাজ হল আত্মাকে দেখা। চোখ বন্ধ করলেও আত্মা দ্বারা (তৃতীয় নেত্র) দেখবে আবার খোলা রাখলেও আত্মা দ্বারা (তৃতীয় নেত্র) দেখবে।

প্রশ্নঃ মানুষ ভগবানকে কেন ভুলেছে?

উত্তরঃ অজ্ঞান বশ, অভিমান বশ ভেবে নিয়েছে আমিই সব কিছু করতে পারি, তাই ভগবানকে ভুলে গেছে।

যোগের অর্থ হল 'কু' না দেখা,না বলা, না শোনা তাহলে আপনা থেকেই যোগী হয়ে যাবে

প্রশ্নঃ ভগবান ড্রামার রচয়িতা, ড্রামা যদি এরকম তৈরি হ'ত যে সকলে সদা সুখে থাকবে? ড্রামার জ্ঞানে কী লাভ হয়?

উত্তরঃ ড্রামা হল তার মধ্যে সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, হার-জিৎ সব কিছু থাকবে। যদি একরকম চলে তাহলে তাকে কীভাবে ড্রামা বলা হবে? ড্রামার জ্ঞান থাকলে মনোযোগ থাকে আমি একজন অভিনেতা আমার নিজের রোল ভালভাবে প্লে করতে হবে। যার সঙ্গে আমার পার্ট আছে তার সাথে 'তোমার-আমার' সংঘর্ষে যাব না। অভিনেতা মানে অভিনেতাই, তার মধ্যে কী, কেন-এর প্রশ্নই উঠতে পারেনা। পার্ট সম্পন্ন হল তো এগিয়ে যেতে হবে। যা অতীত হয়ে যাবে তাকে চিন্তন করার আর প্রয়োজন নেই । বর্তমানের অভিনয় ভাল করলে ভবিষ্যতের অভিনয় আপনা থেকেই ভাল হয়ে যাবে। ড্রামার জ্ঞান ব্যক্তিকে নিশ্চিন্ত করে। সাক্ষী ভাব রেখে আদর্শ অভিনয় করতে হবে। যদি ব্যর্থ সংকল্প করতেই থাক, অন্যের সাথে মনোমালিন্য চলতেই থাকে তাহলে ভগবানকে নিয়ে সংশয় আসবে, আত্মবিশ্বাস মজবুত হবেনা তাই অন্যের সাথে অভিনয়ও সুন্দর হবেনা।

প্রশ্নঃ আমাদের 'সু' বা 'কু' কর্মের প্রভাব কি আমাদের প্রিয়জনদের উপর পড়ে?

উত্তরঃ এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, আমাদের সুকর্মের সুপ্রভাব আমাদের উপর পড়ে, আবার কুকর্মের কুপ্রভাবও প্রভাবিত করে। ভোরে ওঠা থেকে রাতে শোয়া পর্যন্ত যে কর্মই করিনা কেন তার সবেরই প্রভাব অন্যের উপর পড়বেই। মাতেশ্বরী এর প্রেক্ষিতে এক শিক্ষা দিয়েছিলেন। আমি মাম্মাকে বলেছিলাম, মাম্মা এবিষয়ে আমার জন্য এক ধারণার কথা বলুন। তিনি বলেছিলেন, প্রতি মুহূর্তে ভাববে তুমি যা করছো সারা দুনিয়া তোমাকে দেখছে। প্রথমে ভাবতাম ভগবান আমাকে দেখছেন কিন্তু মাম্মা বলেছেন দুনিয়াও তোমাকে দেখছে; এতে সাবধানতা ভালরকম হয়ে যায়।

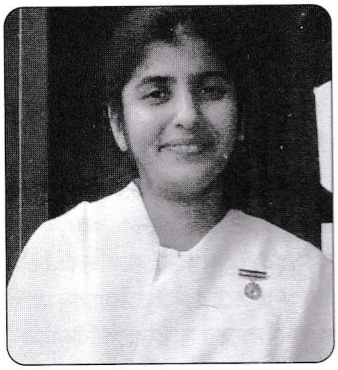

দুঃখের সময়েই শান্তির ভাইব্রেশন রচনা করতে হবে

- ব্রহ্মাকুমারী শিবানী

প্রশ্ন ঃ ভয়ানক কোন দুর্ঘটনা ঘটল তা প্রকৃতির দ্বারা হোক বা মানুষের দ্বারাই হোক, দুর্ঘটনায় আক্রান্ত মানুষের অবস্থা টি.ভি.-তে দেখলে মনটা ভারাক্রান্ত ও অসহনীয় হয়ে ওঠে, এ বিষয়ে কী করা কর্তব্য ?

উত্তর ঃ যারা টি.ভি. দেখছেন তাদের টি.ভি. এক প্রকার অপহরণ করে নেয়। ঠিক আছে আমি দেখছি, ইনফরমেশন নিচ্ছি কিন্তু সাথে সাথে মনের মধ্যে আসা উচিত এই মুহূর্তে আমার দায়িত্ব কী ? আমি ব্রহ্মাকুমারীজের এই প্রসঙ্গে এক বিশেষ বিষয় বলছি, আমি কিন্তু বলতে চাইছি না কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটুক। দুনিয়ার যে কোন প্রান্তে যদি কোন টালমাটাল ঘটনা ঘটে তা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হোক বা অন্যকিছু হোক, আমরা প্রতিটি সেবাকেন্দ্রের ভাইবোনেরা সম্মিলিত রূপে মেডিটেশনে অংশগ্রহণ করি। মেডিটেশনের শিক্ষার্থীরা তো নিজেদের ঘরে আলাদা আলাদা অভ্যাস করেনই তবুও আনুষ্ঠানিক ভাবে সময় নির্ধারণ করে সকলে মিলে শান্তি ও প্রেমের ভাইব্রেশন রচনা করে নির্দিষ্ট স্থানে আমরা পৌঁছে দিই। ইহাকে মনসা সেবা বলা হয়। পরমাত্মা হামেশাই বলেন, দুর্ঘটনা কবলিত স্থানে দুঃখ-যন্ত্রণা তো আছেই, তুমি তা দেখে শুনে চর্চা করছো এতে দুঃখ যন্ত্রণার পরিমাণ বেড়েই চলে। ওই সময় কর্তব্য কী হওয়া উচিত ? যেখানে দুঃখ, যন্ত্রণা, ব্যথা আছে সেখানে শান্তি ও প্রেম প্রেরণ করা আশু কর্তব্য। কিন্তু প্রশ্ন হল কে প্রেরণ করবেন ? তিনিই, যিনি নিরপেক্ষ অর্থাৎ দুঃখ, যন্ত্রণা ও ব্যথা থেকে মুক্ত। যদি কেউ নিজেই পরিস্থিতির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ভাবনা রাখেন, কী হ'ল, কেন হ'ল তাহলে তো ব্যথা বেদনা আরো বেড়ে গেল, শক্তি তো তৈরি হ'ল না।

প্রশ্ন ঃ তাহলে অজ্ঞানবশত আমরা আরো বেশি করে দুঃখ, যন্ত্রণা পাঠাচ্ছি ?

উত্তর ঃ আমার মনে হয় তাই । মনে হতে পারে আমি তো দিল্লীতে আছি দুর্ঘটনা তো মুম্বাইতে হয়েছে তাহলে এখান থেকে কীভাবে আমি প্রেরণ করতে পারি। কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। সমষ্টি রূপের ভাইব্রেশন কাজ করে।

প্রশ্ন ঃ নাগরিক জীবনে যখন কোন ঘটনা ঘটে তার প্রতিক্রিয়া জানানোর স্টাইল কেমন হওয়া উচিত ?

উত্তর ঃ প্রকাশভঙ্গীর উপর নিয়ন্ত্রণ চাই। ওই সময় শিথিলতা না আসে সে দিকে নজর রাখতে হবে। বিষয়টা তো সিরিয়াস দ্বিতীয়তঃ কথা বলার পূর্বে চিন্তার স্পষ্টতা খুব জরুরি। প্রাসঙ্গিক যে বিষয়ে আমি মত প্রকাশ করছি ওই সময়ে তিনটি আবেগ বাতাবরণকে ঘিরে রাখে- ক্রোধ, ব্যথা এবং আঘাত। প্রথমত সার্বিক রূপে সব জায়গায় দুঃখের পরিমণ্ডল রচিত হয়েই থাকে। ঠিক ওই সময় তিন আবেগ দ্বারা বশীভূত হয়ে সঠিক চিন্তার দ্বারা সঠিক দিশার সন্ধান কি পাওয়া সম্ভব ? সঠিক ভাবে বক্তব্য রাখা কি সম্ভব ? এ বিষয়ে আমরা যদি নির্দিষ্ট ভাবে দেখি তাহলে দেখব - যতদিন ঘটনাটা জ্বলন্ত সংবাদ ছিল ততদিন মানুষের মধ্যে ভীষণ প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল, জনরোষ ছিল, একই বিষয় নিয়ে একে অপরের সাথে আলোচনায় মগ্ন ছিল। এবার প্রশ্ন হল ওই সময় আমার কী ভূমিকা ছিল ?

আদিদেব

- ব্রহ্মাকুমার জগদীশচন্দ্র

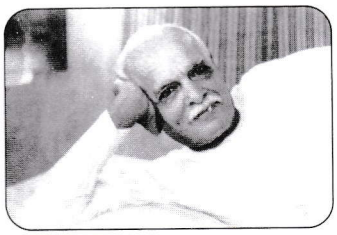

ব্যবসা থেকে অবসর

দাদার মাঝে এক ব্যাপক পরিবর্তন আসে। হীরার ব্যবসায় তার আর কোন মনোযোগ নেই এবং কোনরূপ আকর্ষণই নেই। তিনি ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সেই কারণে কলকাতায় আসলেন। অনেক কাল ধরেই সেখানে তার দোকান ছিল কিন্তু সবকিছুই তার কাছে অদ্ভুত ও অর্থহীন লাগছিল। তিনি দোকানে সারিবদ্ধভাবে সাজানো সোনা, হীরা ও জহরতের অলংকারের দিকে তাকালেন। লক্ষ লক্ষ ডলার মূল্যের চোখ ধাঁধানো রত্নসম্ভার - যা দাদার ধনদৌলতের সাক্ষীরূপে বিদ্যমান - তার কাছে মূল্যহীন পাথরবৎ মনে হতে লাগল। তিনি মাথা নেড়ে স্বগতোক্তি করলেন, "এ অর্থহীন ব্যবসা। বাবা তার ব্যবসার অংশীদারকে সবিনয়ে বললেন, "অনুগ্রহ করে আমাকে এ ব্যবসা থেকে মুক্তি দাও"। অংশীদারের চোয়াল ঝুলে পড়ল। তিনি কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন। কেননা, তিনি ভাল করেই জানেন যে এই ব্যবসার সফলতার পিছনে দাদাই প্রধান চালকের ভূমিকা পালন করে এসেছেন। অংশীদার চিন্তিত হলেন; দাদা ব্যবসা ছেড়ে দিলে নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। তিনি দাদাকে এইরূপ সিদ্ধান্তের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাকে ব্যবসার কত অংশ শেয়ার ক্রয় করার জন্য বলছেন !

দাদা মৃদুভাবে তাকে আশ্বস্ত করলেন, "আমি ছেড়ে দিচ্ছি, কেননা আমি মুক্ত হতে চাই। আমি মনে করি এই ব্যবসা অলীক এবং সেই হেতু আমি আর জড়িয়ে থাকতে চাইনা। আমি ঈশ্বরের বার্তা পেয়েছি যে, এই কলিযুগের বিনাশ হবে এবং তাই আমি এই ধনরাশি ঈশ্বরের সেবায় ব্যবহার করতে চাই। আমি হিসাবের খাতা ভালভাবে দেখার কথা বলব না; আপনার বিবেচনায় আপনি যেমন ঠিক করবেন, সেইভাবেই এর নিষ্পত্তি করবেন।" দাদা যত শীঘ্র সম্ভব প্রার্থনায় বসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অংশীদার দাদাকে একসঙ্গে বসে হিসাবের বই দেখে নিতে বললেন। অতঃপর দাদা রাজী হলেন। কিন্তু হিসাব-নিকাশের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়। দাদার এক খুল্লতাত, মুলচাঁদ তার নাম, কাকা মূলচাঁদ রূপে সকলের কাছে যিনি পরিচিত, তিনি এক বিশেষ দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। দাদা ও মূলচাঁদ একসঙ্গে অনেক দানশীলতার কাজ করেছেন। অংশীদারের সঙ্গে দাদা যখন হিসাব-নিকাশের কাজ শেষ করে আসছিলেন, ঠিক সেই সময় সিন্ধুদেশ থেকে প্রেরিত এক টেলিবার্তা নিয়ে এক বার্তাবাহক উপস্থিত হয়। বার্তায় মূলচাঁদ কাকার অসুস্থতার খবর জানতে পেরে, হিসাব-নিকাশের কাজ অসমাপ্ত রেখে, প্রস্থান করলেন। অংশীদারের আইনজ্ঞ, হিসাবের কাগজপত্র যা কিছু দেখালেন সবই দাদা সত্যি বলে মেনে নিলেন। দাদা নিজের বাড়িতে এক টেলিবার্তা পাঠালেন,-"দাদার ঈশ্বরানুভূতি হয়েছে, এবং ব্যবসার অংশীদার ক্ষণকালের রাজকীয় খাজনা প্রাপ্ত হয়েছে।" তারপর তিনি রেলগাড়িতে উঠে বসলেন। দাদার পরিবার সম্পূর্ণ বিমূঢ়। তারা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, দাদা এভাবে হেলায় ব্যবসা বিক্রি করে দেবেন । কী এমন হঠাৎ ঘটল ! তিনি সিন্ধুতে যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত এক নতুন মানুষ।

মৃত্যুপথের অনুভূতি

দাদা পৌঁছানোর পূর্বেই কাকা মূলচাঁদ দেহত্যাগ করেন। কিছুদিন পর দাদার আবার এক দর্শন লাভ হয়। নিজের অফিসে বসাকালীন দাদা, কাকার মৃত্যুকালীন মুহূর্তকে দেখছিলেন। তিনি দেখলেন, কাকার আত্মা শরীর ত্যাগ করে ভ্রূকুটি দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তিনি দেখলেন, ব্যারোমিটারের পারার ঊর্ধ্বগতির অনুরূপ। আত্মা পায়ের অগ্রভাগ থেকে উপরে ওঠে, মস্তকে ঘনীভূত হয়েছে এবং মুহূর্তে আত্মা প্রস্থান করেছে। দাদা তখন মৃত্যুর রহস্য বুঝতে

পারলেন। শুধুমাত্র শরীরের মৃত্যু হল, আত্মার নয় - এটাই দাদা দেখলেন এবং বুঝতে পারলেন।

কাকা মূলচাঁদের মৃত্যুদর্শনের এক সপ্তাহ পরেই, দাদার আর এক দর্শন হল। এবার তিনি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি পুনরায় দেখলেন এবং এক বার্তা শুনতে পেলেন, "আমি চতুর্ভুজ বিষ্ণু, তুমিও তাই।" এরপর আরও সব দেবমূর্তির আবির্ভাব হল- শ্রীকৃষ্ণ, জগন্নাথ, বদ্রীনাথজি, কেদারনাথজি - একের পর এক - প্রত্যেকেই একই কথা পুনরুক্তি করলেন, "তুমিই তাই"। দাদা দৈববার্তা শুনে ও দর্শনে খুবই আনন্দিত হলেন। কিন্তু কীভাবে - সেটা বুঝতে হবে ! বাবা এ-বিষয়ে চিন্তামগ্ন হলেন।এই সময়ে দাদার গুরু আবির্ভূত হলেন। যেহেতু দাদা এই ধরনের দর্শনাদির জন্য গুরুর কোন ভূমিকা আছে কিনা, সে-বিষয়ে তখনও নিশ্চিত নয় এবং এসব বিষয়ে লৌকিক গুরুই এখনও সবচেয়ে ভাল পথনির্দেশক এবং নির্ভরযোগ্য, সে-কারণে দাদা তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেলেন। দাদা তাঁকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা জানাবার ব্যবস্থা করলেন। অনেক ব্যক্তিই সেখানে বসেছিলেন। কিন্তু যেভাবে দাদা সকলের মাঝে বসলেন, উঠলেন এবং যা কিছুই তিনি করছিলেন, সবই যেন সম্পূর্ণ অন্যরকম। দাদার শরীরের কোন পরিবর্তন না ঘটলেও, দৃশ্যতঃ দাদার মন যেন অন্য জগতে। দাদার আত্মা অপার্থিব কোন উৎস থেকে শক্তি পাচ্ছে।

আমি দেখলাম, দাদার চোখদুটি সম্পূর্ণ রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে, যেন এক লালবাতি তার চোখে জ্বলজ্বল করছে

ব্রহ্মাকুমারী দাদি বৃজিন্দ্রাজি সেই রাতের জমায়েতে উপস্থিত ছিলেন। সে-জমায়েতে কী ঘটেছিল, বর্ণনায় দাদি লিখেছেন, "গুরু বক্তৃতা দিচ্ছিলেন এবং দাদা প্রস্থানের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালেন। ইতিপূর্বে দাদা এরূপ ব্যবহার কখনও করেননি, (কেননা ইহাকে অসম্মান প্রদর্শন বোঝায়)। দাদার প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। আমি জানতাম, কোন এক বৃহত্তর শক্তি দাদাকে আচ্ছন্ন করে আছে, এবং সে-কারণে দাদা এরূপ আচরণ করছেন। আমি দাদার যুগল, যশোদাকে, তার সঙ্গে কথা বলতে পাঠালাম। পেছন পেছন আমিও গেলাম এবং দাদার কক্ষে প্রবেশ করে, তার পাশে বসলাম। যশোদা গুরুর ভাষণ শুনতে ফিরে গেলেন। এরপর যা ঘটল তা আমি কখনও ভুলব না।"আমি দেখলাম, দাদার চোখদুটি সম্পূর্ণ রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে, যেন এক লালবাতি তার চোখে জ্বলজ্বল করছে। তার সমস্ত মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ হল; অন্য জগতের উজ্জ্বলতা যেন। এবং তখন আমার ভিতরেও কিছু একটা ঘটতে আরম্ভ করেছে। আমি শরীরের বাইরে এসে অশরীরী স্থিতি অনুভব করলাম। কীভাবে এর বর্ণনা করব আমি! আমি সেখানে ছিলাম, আবার ছিলাম না। আমি একেবারে হালকা অনুভব করলাম। আমার মন পূর্বের চেয়ে অনেক স্বচ্ছতর অনুভব করলাম। আমি উপর থেকে এক আওয়াজ শুনলাম। মনে হল দাদার মুখের মাধ্যমে অন্য কেউ কথা বলছে। সেই আওয়াজ প্রথমে খুব মৃদু এবং পরে উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে লাগল। হতবুদ্ধির ব্যাপার কিন্তু ভয়ার্ত নয়, শুধু চমকপ্রদ। আওয়াজ বলছে,

"নিজানন্দ রূপম্ শিবোহম্ শিবোহম্
জ্ঞানস্বরূপম্ শিবোহম্ শিবোহম্
প্রকাশ স্বরূপম্ শিবোহম্ শিবোহম্
নিজানন্দ স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, প্রকাশ স্বরূপ।"

সেই কণ্ঠস্বর ও দৃশ্য আমি আজ অবধি ভুলতে পারিনি। পরিবেশ অত্যন্ত উদ্দীপনাময় কিন্তু যেন বাস্তব থেকে অনেক স্পষ্ট। আমার অশরীরী অভিজ্ঞতা, আমার স্মৃতিতে এখনও জাগরূক। দাদা চোখ মেলে, চারিদিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। যা কিছু দাদা

এর পর সতেরো পাতায়

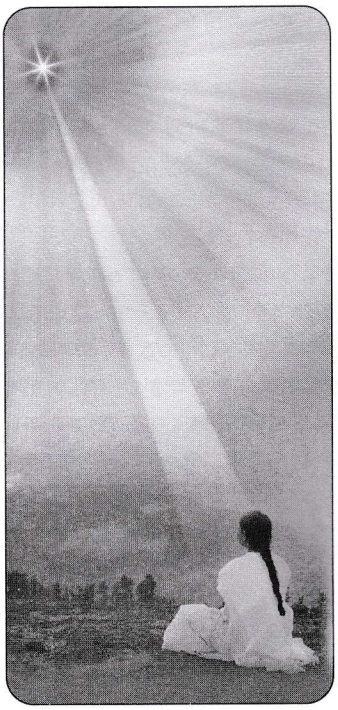

অবচেতন মনের ব্যবহার ও রাজযোগ

- ব্রহ্মাকুমার জয়ঙ্কুর
বানারহাট, জলপাইগুড়ি

আত্মার তিন স্বরূপ মন, বুদ্ধি আর সংস্কার। মন চিন্তা করে বিচার উৎপন্ন করে, বুদ্ধি বিচার বিশ্লেষণ করে মানসপটলে দেখার সিদ্ধান্ত নেয় আর সংস্কার সংকল্প উৎপন্ন করে তা করে দেখায়। আমাদের চঞ্চল মনের ১০০ ভাগের মাত্র ৫ ভাগ শুধু বর্তমান সময়ে থাকে, ৮০ ভাগ থাকে অতীতকে নিয়ে আর ১৫ ভাগ থাকে ভবিষ্যৎকে নিয়ে। মন ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু ধরনের চিন্তায় নেতিবাচক চিন্তার বিচারই বেশি করে। মনের আবার দুটো ভাগ - চেতন (Conscious) ও অবচেতন (Sub-conscious)। এই চেতন স্তরের শক্তি থাকে মাত্র ১০ শতাংশ আর অবচেতন স্তরের শক্তি থাকে ৯০ শতাংশ। এই ১০ শতাংশ শক্তি দিয়ে চেতন অবচেতনকে নিয়ন্ত্রণ করে।মনের এই অবচেতন স্তরের (Sub-conscious) যে কী অসীম ক্ষমতা তা আমরা অনেকেই উপলব্ধি করতে পারি না। এই অবচেতন মন (Sub-conscious) শুধুমাত্র মানস পটলে উদ্ভাসিত ছবিকেই বুঝতে পারে, তার কোনো বুদ্ধি বা চিন্তা করার ক্ষমতা নেই। অবচেতনকে দিয়ে কাজ করাতে গেলে সেখানে ছবি এঁকেই কাজ করাতে হবে। আর সে কাজটা করবে বুদ্ধি।

বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে ব্রহ্মাকুমারী ঊর্মিলা বলছেন, মনের চেতন স্তর (Conscious Stage) বুদ্ধির সাহায্যে অবচেতন স্তর (Sub-conscious Stage)কে ব্যবহার করতে পারে। তিনি বলছেন, মাত্র ১০ শতাংশ ক্ষমতা নিয়ে চেতন মন হচ্ছে 'মালিক' আর ৯০ শতাংশ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অবচেতন মন হচ্ছে তার ভৃত্য। এই চেতন মন যা বিচার-চিন্তা উৎপন্ন করবে আমাদের অবচেতন মন তাই করে দেখাবে। এই কাজে মূল ভূমিকা নিতে হবে বুদ্ধিকে। বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে বোঝাতে গিয়ে তিনি বলছেন আমাদের চেতন মন হচ্ছে 'আলাউদ্দিন', বুদ্ধি হচ্ছে 'প্রদীপ' আর অবচেতন মন হচ্ছে 'জীন'। আমাদের বুদ্ধিতে জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার জমা হয়ে আছে। আমরা কিছুতেই Positive কিছু ভাবতেই পারি না, আমাদের মনে সব সময় Negative চিন্তাই আসে। আর সে কারণেই আমাদের চঞ্চল অশান্ত মনে জীবনের বেশির ভাগ উদ্দেশ্যই বাস্তবায়িত করতে পারি না। পরমাত্মার পবিত্র কিরণে সেই জন্ম-জন্মান্তরের নেতিবাচক চিন্তার মাটি অপসারিত হয়।

এখন প্রশ্ন এটাই আমরা কীভাবে অভ্যাস করে আমাদের লক্ষ্য পূরণ করতে সমর্থ হবো? এ প্রসঙ্গে ঊর্মিলা বোন বলছেন আমরা সব সময় আমাদের মনকে শান্ত-শীতল অবস্থায় রাখবো আর সেই সঙ্গে দরকার ৫টি উৎপ্রেরকের (Catalyst)।

প্রথমতঃ আমাদেরকে যতোটা সম্ভব অবলম্বন করতে হবে। এতে শক্তি সঞ্চয় হয়। বেশি কথা বললে শক্তির অপচয় হয়। **দ্বিতীয়তঃ** কম খাওয়া। বেশি খেলে সমস্ত energy পেটে চলে আসে। Energy পেটে চলে গেলে তাকে আমরা বুদ্ধিতে নিয়ে কাজে লাগাতে পারি না। Energy যাতে মাথায় আসে তাই কম খাওয়ার দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। **তৃতীয়তঃ** নিশ্চয় বুদ্ধি। আমরা যে কাজটা করবো অর্থাৎ আমাদের উদ্দেশ্যকে শক্ত করতে সংকল্প দৃঢ় করতে হবে। **চতুর্থতঃ** ভাব। আমাদের ভাব সমুদ্রে ডুব লাগাতে হবে। কোনো কিছুর মধ্যে ডুব লাগাতে না পারলে তার অনেকটাই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। **পঞ্চমতঃ** ক্ষমা। কারো প্রতি কোনো রাগ-বিদ্বেষ কোনোভাবেই মনে রাখা যাবে না। মনকে সব সময় পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করতে হবে। মনের মধ্যে রাগ পুষে রাখলে সেই ছবি বারবার ফুটে উঠবে। এতে যোগে একাগ্রতা নষ্ট হয়। একাগ্রতা নষ্ট হলে আমরা কখনই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো না। তাই যার প্রতি রাগ আছে তাকে ক্ষমা করে দিতে হবে।

ঊর্মিলা বোন বলেছেন, উপরোক্ত ৫টি বিষয় অবলম্বনে আমাদের Goal active করার কাজটা সহজ হবে। একসঙ্গে বেশি পরিকল্পনা করা যাবে না। যেটা সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সেটাকেই বেছে নিতে হবে। দৃঢ়তাই সফলতার কারণ। উদ্দেশ্য সফল হলে আমি কী পেতে পারি সেই final stage বারবার দেখতে হবে। বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন, যদি কোনো চেক পাবার বিষয় থাকে তাহলে কড়কড়ে নোট গুনছি মানসপটলে সেই ছবি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে হবে। এর জন্য নিরন্তর রাজযোগ অভ্যাসের প্রয়োজন। শিববাবার পবিত্র কিরণে আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের negative নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের মন যত শান্ত-শীতল থাকবে আমরা ততো ১০০ শতাংশ লক্ষ্যপূরণ করার দিকে এগিয়ে যাবো।

উত্তেজিত অবস্থায় আমরা যে সমস্ত কাজকর্ম করে ফেলি তা তো সম্পূর্ণ সফলতা পায় না

আমাদের Brain-এর আলফা, বিটা ও ডেল্টা তিন ধরণের অবস্থার কথা ঊর্মিলা বোন উল্লেখ করেছেন। আলফা অবস্থায় Brain সম্পূর্ণ শান্ত ও শীতল থাকে বিটাতে তা উত্তেজিত অবস্থায় পৌঁছায় আর ডেল্টাতে Brain rythemic অবস্থায় থাকে। আমাদের চেষ্টা করতে হবে Brainকে সবসময় আলফা রেঞ্জে রাখার। কেননা আলফা রেঞ্জে ৭-৮ হার্ট 'হার্ট-ফ্রিকুইন্সি' রয়েছে। কিন্তু বিটাতে ৪-৭, ডেল্টাতে ১-৪ হার্ট 'হার্ট-ফ্রিকুইন্সি' আছে যা দিয়ে কোনো কাজে সম্পূর্ণভাবে আমরা আমাদের Brain কে ব্যবহার করতে পারি। আপনারা দেখবেন উত্তেজিত অবস্থায় আমরা যে সমস্ত কাজকর্ম করে ফেলি তা তো সম্পূর্ণ সফলতা পায় না, উল্টে আমাদের বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রেখে ধীরে সুস্থে করা কাজে সফলতা পাওয়া সহজ হয়। একমাত্র রাজযোগ অনুশীলনেই আমাদের বুদ্ধির 'প্রদীপে'ই অবচেতনের 'জীন'কে জাগাতে সক্ষম হবো। Brainকে শান্ত অবস্থায় রেখে বুদ্ধি দিয়ে মানসপটলে (অবচেতন মনে) কাঙ্ক্ষিত ছবি আঁকতে হবে।

পনেরো পাতার পর

দেখলেন, শুনলেন - তা তাকে গভীরভাবে নাড়া দিল। আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, "বাবা তুমি কী দেখছ ?" তিনি বললেন, "তুমি কী জান, সেটা কী ছিল ? ইহা জ্যোতি, ইহা শক্তি। এবং সেখানে ছিল সম্পূর্ণ অন্যরূপ নতুন পৃথিবী। সেখানে অনেক দূরে একজন আছেন - অনেকেই সেখানে আছে; তারার মত দেখতে সব এবং তারারা যখন নীচে নেমে আসে, তারা রাজপুত্র ও রাজকন্যা হয়। সেই জ্যোতি, সেই শক্তি আমায় বললে, 'তোমাকে এই ধরনের পৃথিবী রচনা করতে হবে।' কিন্তু সেই পৃথিবী কীভাবে গড়তে হবে তা আমাকে দেখাননি। কীভাবে আমি এই ধরনের পৃথিবী গড়ব ?"

"কে দাদার সঙ্গে কথা বলেছিল ? সে হচ্ছে সর্বোচ্চ থেকেও সর্বোচ্চতম। দাদার শরীরে পরমাত্মা শিবের প্রবেশ আমি দেখেছি।"

দাদা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। এরূপ নজীরবিহীন অনুপম ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটনের কাজে তিনি গভীরভাবে মনোনিবেশ করলেন। "সে কে ? কি ধরনের শক্তি আমায় এরূপ দর্শন করাতে পারে, এরূপ জ্ঞান দিতে পারে, এবং এরূপ আত্ম-উপলব্ধি ঘটাতে পারে ?" ধীরে ধীরে এর যৌক্তিকতা ও নিহিতার্থ, তিনি খোলসা করলেন। বাবার বুদ্ধিতে এই রহস্যের সমাধান মিলল। হ্যাঁ, ইহা সত্য; পরমাত্মা, ঈশ্বর শিব স্বয়ং আমার শরীরে প্রবেশ করেছিলেন। ঈশ্বরই আসন্ন বিনাশের এবং তারপরে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের বাস্তব সত্য প্রকাশ করেন। এবং ঈশ্বরই ইঙ্গিত দেন যে, বাবাই ঈশ্বরের বাহনরূপে নতুন পৃথিবী স্থাপনের প্রধান নিমিত্ত আত্মা হবেন।

ভরা থাক্ স্মৃতি সুধায়

- ব্রহ্মাকুমারী জয়ন্তী, কলকাতা

বর্তমান ঘোর কলিযুগের অন্তিম পর্বে যেখানে মানুষের নিত্যসঙ্গী টেন্‌শন্, ভয়, দুশ্চিন্তা, অসহায়তা - সেখানে এই মহাসংকটের সময় এসব জয় করে খুশিতে থাকতে পারছি এজন্য হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ভগবান শিবকে জানাই কোটি-কোটি ধন্যবাদ। পৃথিবীর অসংখ্য ভক্তদের মত আমিও ঈশ্বরের সন্ধানে ছিলাম। তিনজন গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছি, তাঁদের নির্দেশমত বিধান মেনে ভোর চারটের সময় ওঠা, স্নান করা, নামকীর্তন করা, মালা জপা, গলায় তুলসীর মালা-পরা, একাদশী করা, তিলক টানা, গীতাপাঠ করা - সবই করেছি। কোনদিন কোন লোকলাজ আমাকে স্পর্শ করেনি। মধ্যবিত্ত পরিবারে স্বামী, কন্যা, পুত্র, পুত্রবধূ, দুই নাতনি নিয়ে আমার এক রকম গতানুগতিক জীবন চলছিল। সার্বিক খুশি ছিল না, ছিল না নির্ভয়তা। বছর চারেক পূর্বে আমাদের বাড়ির লাগোয়া পিকনিক গার্ডেন মিনি বাসস্ট্যাণ্ডের শিবমন্দির চত্বরে ব্রহ্মাকুমারীজের একটি প্রচারপত্র আমার ছেলের হাতে দেন এক সেবাধারী। প্রচারপত্রে আকর্ষণীয় লাইন ছিল, ভগবান পৃথিবীতে অবতরণ করে কলিযুগ পরিবর্তন করে সত্যযুগ স্থাপন করছেন, 'শ্রীমৎ' দান করছেন। বিস্তারিত জানার জন্য পিকনিক গার্ডেনের স্থানীয় সেবাকেন্দ্র যোগাযোগের ঠিকানা ছিল। প্রচারপত্রটি পড়ে চমকে উঠলাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুনিয়াতে এসে গীতাজ্ঞান শ্রীমৎ দান করছেন। মহানন্দে পিকনিক গার্ডেনের গীতাপাঠশালায় পরিপাটি হয়ে রওনা দিলাম। গলায় মালা, কপালে তিলক এবং হাতে ১০৮ দানার মালার থলি সব ঠিকঠাকই ছিল। হাতে মালা টেপা ও মুখে হরিনাম করতে করতে গিয়ে হাজির হলাম গীতা পাঠশালায়। গিয়ে দেখি একজন বছর চল্লিশের ভাই তিনি এ ব্যাপারে আমাকে শোনাবেন। না, তার সাজপোশাক তো আমার মতন নয়, কেমন ভক্ত? নামাবলি তো নেই? তিলক নেই? সাদা প্যান্ট-শার্ট পরিহিত এবং বুকে ব্যাজ পরে আছেন। তার আহ্বান, তার আলাপচারিতা আমাকে বেশ আকর্ষণ করল।

ওই সময় কিন্তু এতটা বুঝিনি। আজ বুঝছি - একজন কৃষ্ণভক্ত মানুষকে তিনি সাতদিনের কোর্স করিয়ে দিলেন বিনা সংশয়ে। 'ভক্ত আমি' থেকে 'নতুন আমি'তে পরিণত হলাম। যুক্তিতে বুঝতে অসুবিধা হল না ঃ দেহধারী শ্রীকৃষ্ণ আমার আরাধ্য হলেও নিরাকার শিব ভগবান, তিনিই দুঃখহর্তা, সুখকর্তা, 'পতিতপাবন'। শিববাবার পরিচয় পাবার পর মুরলী শোনা শুরু হল। প্রতিদিন ক্লাসে আসতাম কিন্তু গলায় তুলসীর মালা, তিলক টানা, হাতের থলিতে মালা সবই ঠিকঠাক থাকত। কিন্তু কবে কোন মুহূর্তে সেগুলো বিদায় নিয়েছে, আজ আর তা বলতে পারব না। আজ ভক্তিমার্গের কাণ্ডকারখানার কথা মনে পড়লে ভীষণ হাসি পায় আবার লজ্জা লাগে, শিববাবাকে ধন্যবাদ, তিনি ধীরে ধীরে সব ছাড়িয়ে নিয়েছেন। গীতাপাঠশালায় নিমিত্ত আত্মা কোনদিন ভক্তির সরঞ্জাম ছাড়তে আমাকে বলেননি।

শিববাবাকে পেয়ে আমার খুশির অন্ত রইল না। আমার খুশি ও পরিবর্তন দেখে বাড়ির সকলের চিন্তাধারারও ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে থাকল। আমার ব্যবসায়ী স্বামী তিনিও গীতাপাঠশালায় মাঝে মাঝে আসতে শুরু করলেন। আমার ব্যবসায়ী পুত্র সেও তার স্ত্রীও সন্তানদের নিয়ে আসতে শুরু করল। বাকি থাকল আমার মেয়ে, সেও আর বাকি রইল না। বর্তমানে আমার পুরো পরিবার শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার ভক্ত থেকে শিববাবার সন্তানে পরিণত হয়েছে। একবছর সময় কালের মধ্যে পারিবারিক এক বিপ্লব ঘটে গেল। ভক্ত পরিবার থেকে জ্ঞানমার্গের পরিবারে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আজ আর আমাদের অসহায়তা বোধ হয় না। আগে ভক্তিপাঠ, গুরু-গোঁসাই করেও মনে হত আমরা অনাথ, এখন আমরা সনাথ। বাপদাদা আমাদের মাতা-পিতা ও সহায় হওয়ায় আমাদের জীবনে এসেছে খুশি, আনন্দ ও সন্তুষ্টতা। ভগবানের জ্ঞান, শক্তি ও সঙ্গ আমাদের প্রতি পদে শক্তি ও খুশি দিয়ে চলেছে। আমিষ ভোজনের জন্য অনেক শারীরিক সমস্যা, বাতব্যথা প্রভৃতির সমস্যা ছিল। শিববাবার স্মরণে আমরা আমিষের আসক্তি থেকে মুক্তি পেয়ে সাত্ত্বিক ভোজন করতে সক্ষম হয়েছি। আত্মীয়-

পরিজনের অনেক আপত্তি সত্ত্বেও আমরা পেরেছি। বাঙালি পরিবারে আমিষের লোভ সংবরণ করা এক মহাবিজয় হিসাবে গণ্য হয়। সংশয় অনেকখানি কাটিয়ে এখন ড্রামার নিশ্চিত ঘটনা মেনে নিয়ে শান্তি পাই, স্বস্তি পাই। বাবা মুরলীর মধ্যে দিয়ে শুধু জ্ঞানই পাচ্ছি না, বাবা আমাকে হিন্দি ভাষা শিখিয়েছেন, মধুরতা শিখিয়েছেন। পঞ্চাশোর্ধ্ব বাঙালির গৃহবধূর কাছে এক নতুন জীবন পাওয়া, নতুন এক স্বাধীনতা পাওয়া। বাবা মুরলীতে বলেন, বাছা সংসার সমুদ্রে অনেক তুফান আসবে তাকে সঠিক বিধিতে পার করলে 'তোফা অনুভব হবে'।

২০০৯ সালের অক্টোবরের ঘটনা। কলকাতার ই.এম. বাইপাসে রুবি হসপিটালের কাছে আমার ছেলে বাইক দুর্ঘটনায় পড়ে, নিজেকে এবং মোটরবাইককে বাঁচাতে প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন বাইকে ব্রেক কষে। গাড়ির চাকা পিছলে যায়। গাড়ি একদিকে এবং ছেলে আর একদিকে ছিটকে যায়। ছেলে ভেবেছে এটাই তার অন্তিম সময়। কারণ অন্যান্য বড় বড় গাড়িগুলি পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল প্রচণ্ড গতিতে। এক লহমায় সবকিছু ভুলে সে বলে উঠেছিল, বাবা, বাঁচিয়ে নাও। বাবা যাদু দেখালেন। ছেলে ও বাইক বেঁচে গেল। ছেলে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে সে বেঁচে আছে। পথচারিরা ধরাধরি করে হসপিটালে নিয়ে গেল, পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু দেখলেন পাঁজরের হাড়ে চাপ লেগেছে মাত্র। যা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাওয়ার কথা ছিল। বুকে অসহ্য যন্ত্রণার সময় সে বাবার স্নেহ ও শক্তির কিরণ বুকে ধারণ করে স্বস্তি পেয়েছিল। শিববাবার প্রতি ছেলের এবং আমাদের 'নিশ্চয় বুদ্ধি' আরো মজবুত হল।

ছেলে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে সে বেঁচে আছে। পথচারিরা ধরাধরি করে হসপিটালে নিয়ে গেল

দ্বিতীয় ঘটনা, আমার স্বামীর গলায় ক্যানসার ধরা পড়েছে ২০০৯ সালে। আত্মীয়-পরিজন সকলেই ভেঙ্গে পড়েছে কী করব চিন্তা করছি। বাবার মহাবাক্যের কথা মনে পড়েছে,"বাছা, চিন্তার বোঝা বাবাকে দিয়ে হালকা হয়ে যাও"। ঘাবড়ে যাইনি। সবাই বলল, বোম্বে চলে যাও, সেখানে ভাল চিকিৎসা হবে। ভাবলাম সাথে কাকে নেব? নেওয়া তো জরুরি। কারণ স্বামী নিজেই ভয়ে আড়ষ্ট ছিল। এরকম মরণ ব্যাধি তার হবে স্বপ্নেও কল্পনা করেননি। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে স্বামীকে সাথে নিয়ে আর বাপদাদাকে অব্যক্তরূপে সাথি করে চললাম। মুরলীর মাধ্যমে যেটুকু হিন্দি পড়া আর শেখা, বোম্বে গিয়ে সাবলিল ভাবে আমার মুখ থেকে হিন্দি বেরুচ্ছে। আমি অবাক হসপিটালের ডাক্তারবাবুকে এবং অন্যান্য স্টাফদের সাথে সুন্দরভাবে হিন্দিতে বুঝিয়ে বললাম। প্রাথমিক চেকিং-এর পর অপারেশনের ক্ষণ ঠিক হল। অপারেশনের দিন স্বামীকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে দেখলেন সমস্যা বেশ জটিল। ডাক্তারবাবু নিজে বাইরে বেরিয়ে এসে বারবার জিজ্ঞাসা করলেন, রোগীর সাথে কে-কে আছেন? আমি জানালাম-আমি একা। জটিলতা দূর করতে যা যা করণীয় ডাক্তারবাবুকে অনুরোধ করলাম। অপারেশন বেশ জটিল হওয়াতে ডাক্তারবাবু প্রথমবার অপারেশন করে আর একবার ডেট দিলেন। দ্বিতীয়বার বোম্বে গিয়ে আবার অপারেশন করানো হল। এবার সব কিছু ঠিক আছে বলে ডাক্তারবাবুরা রায় দিলেন। আমার স্বামী দুরারোগ্য মরণব্যাধি ক্যান্সারের হাত থেকে বেঁচে গেলেন। অপারেশন চলাকালীন শিববাবাকে ডাক্তারবাবুরূপে স্মরণ করেছি।

আজ আমরা পুরো পরিবার অনুভব করি ভগবান কীভাবে তাঁর সন্তানদের নিশ্চয় বোধের আধারে রক্ষা করেন। তুফান কীভাবে শক্তিশালী করে তোফা দান করে। শিববাবাকেই স্বামী, সখা, সন্তান, অফিসার, ডাক্তার, সহযোগী মনে করে পার পেয়ে যাচ্ছি। প্রতিদিন অমৃতবেলায় স্নান সেরে বাবার স্মরণে বসি। তারপর মুরলী পড়ি। গীতা-পাঠশালায় একদিনও কামাই করি না। বাবার অবতরণের দিন সারাদিন মৌন থাকি। গীতা-পাঠশালায় নিমিত্ত আত্মা ও এলগিন সেন্টারের নিমিত্ত দিদি কাননদিদির স্নেহের পালনায় আমরা পুরো পরিবার বাপদাদাকে সাথে নিয়ে সঙ্গমকাল বেশ সানন্দে উপভোগ করছি।

নতুন বছরের বার্তা

- ব্রহ্মাকুমারী রুমা, শ্যামনগর

বছর শেষে মুচকি হেসে বলছে সময় টা-টা,
আসছে আবার নতুন বছর নতুন পথে হাঁটা,

নতুন কেন, ভেবেছ কি, নতুন ভাবনা নিয়ে?
বদলে ফেল নিজেকে এবার দিব্যগুণে সাজিয়ে।

করছি, করব, ক'রে ক'রে সময় গেল অনেক,
বরদানের এই অন্তিমবেলাও আছে আর ক্ষণেক।

ধর্মরাজের সাজা থেকে বাঁচতে যদি চাও,
ব্যর্থতার জঞ্জাল যত তাড়াতাড়ি জ্বালাও,

আলস্য আর অবহেলায় পিছিয়ে পোরোনা,
বিশ্ব তোমার অপেক্ষাতে ভুলে যেও না,

সব্বাইকে তৈরি করে নিয়ে যেতে হবে।
মুক্তিধামের দরজা খোলার চাবি তবেই পাবে।

সংস্কারের মিলন হোক্ সংকল্পের দৃঢ়তায়।
সাথি স্বয়ং পরমপিতা, বিজয় তোমার নিশ্চয়।

গুরু হওয়ার পরীক্ষা

সাধু রামদাস পরিব্রাজন করতে করতে কিছু শিষ্যসামন্ত নিয়ে সমরপুর গ্রামে হাজির হলেন। সমরপুর গ্রামের মানুষজন সাধু রামদাসকে দারুণ শ্রদ্ধাভক্তি করেন। এবারও গ্রামের অধিবাসীরা সাধুকে সম্মানীয় অতিথি রূপে আদর যত্ন করে তাঁর মুখ নিঃসৃত সুমধুর ভক্তিরসের বাণী শুনবেন বলে জমায়েত হয়েছেন। রামদাস সভার মধ্যমণি হয়ে ধর্ম এবং আচরণ বিষয়ে মধুর ও প্রাঞ্জল ভাষায় সকলকে শোনাচ্ছিলেন। শ্রোতারাও ভাবে বিভোর হয়ে সাধুর সুমধুর বাণী আস্বাদন করছিলেন। ঠিক এসময়ে একজন আগন্তুক আনন্দঘন পরিবেশের ছন্দপতন ঘটালেন। ওই আগন্তুক রামদাসকে যার পর নাই অশ্লীল শব্দ শোনাতে লাগল। উপস্থিত ভক্তরা হতচকিত হয়ে গেল। তারা সকলে মিলে তাকে বিরত করার আন্তরিক চেষ্টা করল। কিন্তু কে কার কথা শোনে। ওই আগন্তুকের শব্দের অপপ্রয়োগকে থামানো গেলনা। সবাই সমস্বরে বলে উঠল, মহারাজ এই ব্যক্তি ভয়ানক বেয়াদপ, অহেতুক আপনাকে গালমন্দ করছে। সাধু রামদাস সকলকে বললেন- এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে আমার বড় ভক্ত হ'তে চলেছে। সকলে জিজ্ঞাসা করলেন - মহারাজ কী ভাবে? রামদাস বললেন কুমোরের কাছে কলসি কিনতে গেলে ক্রেতা সেই কলসিকে ভালভাবে মেরে বাজিয়ে নেয় ফুটিফাটা আছে কিনা। ১০-২০ টাকার কলসি যদি এত বাজিয়ে নেয় তাহলে গুরু বলে স্বীকার করার আগে ১০-২০ গালি বিনা কীভাবে সে পরখ করবে? প্রথমে তো দেখে নেবেই গুরুর মধ্যে আক্রোশ বা ধৈর্য কতখানি আছে। এটুকু পরখ করার পরই তো সে গুরু বলে মেনে নেবে। ওই ব্যক্তি নিরর্থক আমার প্রতি অপশব্দ প্রয়োগ করেনি। গুরুর গুরুগিরিরও পরীক্ষা দিতে হয় সদাচারণের ভাণ্ডার কতখানি পূর্ণ আছে তা প্রমাণ করার জন্য। পরবর্তী কালে সত্যসত্যই সেই আগন্তুক রামদাসের অনন্য ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন।

সপ্তাহের সাতদিনের লৌকিক ও আধ্যাত্মিক অর্থ

- ব্রহ্মাকুমারী এঞ্জেলা

বর্তমান সঙ্গমযুগে পরমাত্মা শিব দ্বারা দিব্য কর্তব্যের স্মৃতি বা ইয়াদগার হিসাবে বিভিন্ন উৎসব পালন করা হয়। প্রত্যেক উৎসবের আধ্যাত্মিক রহস্য জেনে তা পালন করলে এবং সেই অনুযায়ী কর্ম করলে আত্ম-উন্নতি সহজ হয়। এখানে সপ্তাহের ৭ দিনের লৌকিক ও আধ্যাত্মিক অর্থ বলা হচ্ছে। অপর দিকে জ্যোতিষশাস্ত্রও একটি বিজ্ঞান। বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশেষ ভাবে লব্ধ জ্ঞান। জ্যোতিষশাস্ত্র প্রাচীন মুনি-ঋষিদের তপস্যা লব্ধ জ্ঞান। তবে মানুষের সীমিত বুদ্ধি দিয়ে পৃথিবীর সবকিছু ব্যাখ্যা করা যায় না কিন্তু পরমাত্মার জ্ঞান অসীম-অনন্ত। তাই তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী বা শ্রীমত অনুযায়ী চললে জীবন আমাদের সুখময় হবেই।

সোমবার ঃ লৌকিক জগতে সোম হল চন্দ্র। চন্দ্র হল মনের কারকগ্রহ। চন্দ্র নৈসর্গিক গ্রহ। মন আমাদের প্রসন্ন রাখা দরকার। এজন্য লৌকিক জীবনে অনেকে চন্দ্রের উপাসনা করেন। চন্দ্র শুভ হলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি, সৃজনশীলতা বৃদ্ধি ও কর্মে সফলতা আসে। ধর্ম-কর্মে জাতক আগ্রহী হয়।

আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সোমবার ভগবান শিবের দিন। সপ্তাহ শুরু হয় সোমবার দিয়ে। নতুন দুনিয়াও ভগবান প্রস্তুত করেন। কলিযুগের শেষে অজ্ঞানতার অন্ধকারে, যখন পাপাচারে দুনিয়া ভরে যায় সে সময় নিরাকার শিব পরমাত্মা অবতরণ করেন প্রজাপিতা ব্রহ্মার শরীরকে আধার নিয়ে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারা স্বয়ং শিব পরমাত্মা সকল মনুষ্য আত্মাকে জ্ঞানরূপী সোমরস পান করান। সোমরস হল-সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের জ্ঞান। আমি কে? কে আমার পিতা? কোথা থেকে আমি এসেছি? কোথায় আমি যাবো? - এই জ্ঞানের সাপ্তাহিক কোর্স হল সোমরস। এই সোমরস যিনি পান করেন তিনি অমরত্ব লাভ করেন। তিনি সদা প্রসন্ন থাকবেন ও স্বর্গীয় রাজ্যভাগ্য প্রাপ্ত করবেন। যিনি এই সোমরস পান না করে সংসারের বিষয় বিষ পান করেন তাকে দুঃখে নিমজ্জিত থাকতে হয়। এজন্য সোমবার দাতা ভগবান শিবের দিন।

মঙ্গলবার ঃ লৌকিক জগতে মঙ্গলবার হনুমানজির দিন। বলা হয় রামভক্ত হনুমান। ঈশ্বরের Personal Diary-তে হনুমানের নাম প্রথমেই আছে অর্থাৎ ঈশ্বর তাকে স্মরণ করেন। মানুষের জীবনে মঙ্গল গ্রহ শক্তি ও সাহসের প্রতীক। মঙ্গল শুভ হলে জাতকের সব দিক দিয়ে মঙ্গল হয়। আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে মঙ্গল শুভ। সোমরস পান করার পর আত্মা-পরমাত্মার মিলন হয়। এই মিলনের দ্বারা আত্মা পরিতৃপ্ত হয় ও তার জীবন ধন্য হয়।

বুধবার ঃ বুধ গ্রহ অথর্ববেদের অধিপতি। লৌকিক জীবনে বুধ বুদ্ধিকারক গ্রহ। জ্যোতির্বিদ্যা অনুযায়ী বুধ সূর্যের সবচেয়ে কাছে। এর কোন উপগ্রহ নেই। জ্যোতিষশাস্ত্রেও বুধকে রবির প্রিয় পুত্র বলা হয়। বালকগ্রহ বুধ। তাই বুধের জাতক চঞ্চল, বুধের জাতক বাক্‌পটু ও সদা হাস্যময়। রবি ও বুধ একত্রিত থাকলে জাতকের বুধাদিত্য যোগ আসে। বুধ শরৎ ঋতুর অধিপতি। বুধকে বলা হয় হিসাবরক্ষক তাই বুধের জাতককে হিসাবসরক্ষক হিসাবে দেখা যায়।

আধ্যাত্মিক জগতে দেখা যায় পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার মিলনের পর আত্মার আত্মশক্তি

প্রাপ্ত হয় ফলে তার বুদ্ধি বিশাল হয়, সে জ্ঞানী তু আত্মা হয়ে যায়।

বৃহস্পতিবার ঃ বৃহস্পতি হল দেবগুরু, গুরুগ্রহ। পীতবর্ণের পুষ্পে তিনি খুশি হন। লৌকিক জীবনে বৃহস্পতি শুভ হলে জাতক জ্ঞানী ও পবিত্র আচরণের মানুষ হন। এদিন ব্রহ্মার আরাধনা ও উপাসনার দিন। গুরু যার সহায় ত্রিলোকে কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না। বৃহস্পতি যার ভালো তার ওপর সৎগুরু প্রসন্ন হন। আধ্যাত্মিক জগতেও দেখা যায় সৎগুরু যাকে বর দেন তার পক্ষে অসম্ভব কার্যও সম্ভব হয়। পরমাত্মার বরদানী হাত সঙ্গে থাকার ফলে জীবনের সব কাজে তার সফলতা আসে। এককথায় বৃহস্পতিবার সৎগুরু পরমাত্মার কাছ থেকে বরদান প্রাপ্ত করার দিন।

শুক্রবার ঃ শুক্র সৌন্দর্যের প্রতীক, ভোগের প্রতীক। ভোগ না করলে ত্যাগ আসে না। শুক্র ভালো হলে জাতক সদাচারী ও ধার্মিক হন, জ্ঞানী ও সুপণ্ডিত হন। শুক্রের প্রভাবে নমনীয়তা, কমনীয়তা আসে। বায়ুকোণের অধিপতি শুক্র। তাই সেখানে সুগন্ধি ফুলগাছ রাখা ভালো। লৌকিক জীবনে শুক্র ভালো হলে ঐশ্বর্য বৃদ্ধি, যশবৃদ্ধি, সম্পত্তি লাভ হয়ে মানুষের সন্তুষ্টি আসে। আধ্যাত্মিক জীবনে সৎগুরুর কাছে বরদান প্রাপ্ত করে আত্মা সত্যকারের সুখ লাভ করে। সে সন্তুষ্ট হয়।

শুক্রের প্রভাবে নমনীয়তা, কমনীয়তা আসে। বায়ুকোণের অধিপতি শুক্র। তাই সেখানে সুগন্ধি ফুলগাছ রাখা ভালো।

শনিবার ঃ শনি যোগী গ্রহ। লৌকক জীবনে শনি যার লগ্নে সে গৃহী-সন্ন্যাসী। পার্থিব বিষয়ে তার কোন আকর্ষণ থাকে না। শনি রবির পুত্র। লৌকিক জীবনে জাতকের শনি ভালো থাকলে আধ্যাত্মিক জীবন সুন্দর হয়।

আধ্যাত্মিক জীবনে পরমাত্মার কাছ থেকে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত করে আত্মার প্রভুমিলন হয়। সে অতীন্দ্রিয় সুখ লাভ করে। এই নশ্বর দুনিয়ার ব্যক্তি বৈভবের আকর্ষণে সে আকর্ষিত হয় না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার ইত্যাদি বিকারের বশীভূত আত্মা হয় না।

রবিবার ঃ রবি হল অগ্নির প্রতীক। এজন্য আমরা সন্ধেবেলায় প্রদীপ জ্বালাই। তপস্বীরা আগুন জ্বালিয়ে তপস্যা করেন। সাধনা ছাড়া ভগবৎ প্রেম হয় না। পুরাণে ঋষি, অসুরেরাও তপস্যা করেই ফল পেয়েছেন। রবিবার সূর্য্যের দিন। লৌকিক দুনিয়ার লোকেরা সূর্য পুজো করে।

আধ্যাত্মিক জীবনে আত্মা যখন সব বিকার থেকে মুক্ত হয় তখন সে জীবনমুক্তি লাভ করে অর্থাৎ আত্মা নিজের ঘর পরমধামে গিয়ে সত্যযুগে সৃষ্টির জন্য সূর্যবংশে অবতারিত হয়। সূর্যবংশীয় রাজত্বকালে আত্মা সর্ব বন্ধন থেকে ছুটি পায়। এজন্য রবিবার ছুটির দিন - আনন্দের দিন।

এভাবে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক অর্থ জেনে সপ্তাহের সাতদিন আমরা ভালোভাবে কাটাতে পারি। এতে জীবনের ভিত্তি তৈরি হবে। ঈশ্বরকে প্রসন্ন করার জন্য সব কর্ম ভগবানকে সমর্পণ করব। খাবার সময় ঈশ্বরকে অর্পণ করে খাবো। কাজ করতে করতেও মন ও বুদ্ধির তার ভগবানের সঙ্গ যুক্ত রাখবো। এভাবে সাতদিন কাটালে বুদ্ধি পবিত্র হবে, হৃদয়ে সুন্দরতা, উদারতা, মধুরতা, প্রসন্নতা বাড়বে যা জীবনের সব থেকে বড় ঐশ্বর্য।

লাইট মাইট জ্বালামুখী তপস্যা

জ্বালামুখী যোগের বিশেষ স্বমান

- আমি সারা বিশ্বে পরমাত্মার লাইট-মাইট প্রদানকারী মাস্টার সর্বশক্তিমান আত্মা।
- আমি এক লাইট-হাউস। প্রকৃতির পাঁচ তত্ত্ব ও বিশ্বের সকল আত্মাকে পরমাত্মার লাইট ও মাইট প্রদানকারী আত্মা।
- আমি পতিত আত্মার অপবিত্র সংস্কার, বিকারী বৃত্তি ও দৃষ্টি দগ্ধকারী পবিত্রতার সূর্য।
- আমি বিশ্বসংসারের অপবিত্রতারূপী আবর্জনা দহনকারী মাস্টার বীজরূপ জ্বালাস্বরূপ আত্মা।
- আমি বিশ্বসংসারে সমস্ত আত্মার আসুরী সংস্কার দাহ্যকারী শিবশক্তি আত্মা।
- আমি মন-বুদ্ধি-সংস্কারের মালিক স্বরাজ্য অধিকারী মাস্টার জ্ঞানসূর্য।
- আমি সেই আত্মা যে সবার সন্তাপ, দুঃখ, যন্ত্রণা, টেন্‌শন্‌, রোগ-ব্যাধি হরণকারী মাস্টার দুঃখহর্তা ও সুখকর্তা।

জ্বালামুখী যোগের মুখ্য ধারণা

- পবিত্রতার ধারণা সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত হলে শ্রেষ্ঠ সংকল্পের শক্তির আগুন প্রজ্জ্বলিত হবে এবং তখনই পুরনো স্বভাব-সংস্কারের সব আবর্জনা ভস্ম হয়ে যাবে। এইরূপ পর্যায়ে উপনীত হলে যে সংকল্পই উদয় হবে তা বাস্তবায়িত হবে এবং বিহঙ্গ-মার্গের সেবা স্বতঃই হতে থাকবে।
- দৃষ্টি, বৃত্তি ও কৃতিতে পবিত্রতা একান্ত আবশ্যক। মূল বিষয় হল - সংকল্প শুভ করো, জ্ঞানস্বরূপ হও, শক্তিস্বরূপ হও; তবেই তোমার ভাইব্রেশন দ্বারা, বৃত্তি দ্বারা, শুভ ভাবনা দ্বারা অন্যের বিকাররূপী মায়াকে সহজেই দূর করতে পারবে। যদি 'কেন', 'কী'-তে যাও তাহলে না যাবে তোমার মায়া, না যাবে অন্যের মায়া।
- শক্তিশালী যোগের জন্য পবিত্র হৃদয়ের প্রেম চাই। প্রকৃত প্রেমিক এক সেকেন্ডে বিন্দু হয়ে বিন্দুস্বরূপ বাবাকে স্মরণ করতে সক্ষম। পবিত্র আত্মা পবিত্র ভগবান বাপের হৃদয় সহজেই জয় করতে সক্ষম হয় এবং বিশেষ আশীর্বাদের পাত্র হয়ে যান; ফলস্বরূপ সেই আত্মা এক সংকল্পে স্থিত হয়ে জ্বালারূপ যোগের অনুভব করে থাকে এবং পাওয়ারফুল ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। পবিত্রতার কারণে বুদ্ধিও সময়-প্রমাণ যুক্তিযুক্ত ও যথার্থ কর্ম করে থাকে, কোনরূপ বিকর্ম হওয়ার সুযোগ থাকে না।
- আমি আত্মা জ্যোতিস্বরূপ, ভ্রূকুটির মাঝে চকমকে তারকার ন্যায়, আমার চারদিকে আলোর পরিমণ্ডল, দর্পণে যেমন নিজের রূপ স্পষ্ট দেখা যায় তেমনি জ্ঞানদর্পণে নিজের সূক্ষ্মরূপ যেন স্পষ্ট দেখা যায় এবং অনুভব হয়।
- সূর্যের কিরণ পৃথিবীর বুকে নিরন্তর বর্ষিত হয়ে থাকে; সূর্যের সামনে থাকলে গরম অনুভূত হয়। ঠিক তেমনি পবিত্রতার সূর্য শিববাবার সামনে আত্মা থাকলে, আত্মা পরম পবিত্র হয়ে ওঠে। সর্বশক্তির প্রভাবে আত্মা চার্জ হয়ে যায়। অতএব নিজেকে শিববাবার ছত্রছায়ায় অনুভব করো।
- কর্মরত থেকেও সদা স্মৃতিতে রাখো আমি নিমিত্ত আত্মা, বাবা আমাকে বিশ্বসেবার নিমিত্ত করে স্বল্প সময়ের জন্য পাঠিয়েছেন। আমি আত্মা ভ্রূকুটির মাঝে বসে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করে চলেছি.... আমার এই শরীর বাবার সেবার্থে .... আমি আত্মা তো বাবার হয়েই গেছি, সেবার্থে বাবা আমাকে নিমিত্ত করেছেন। সেবার অন্তে আমি নিজে আবার মূলবতনে ফিরে যাব।

জ্বালামুখী যোগের উপকারিতা

- মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্টেজ অর্থাৎ লাইট-মাইট হাউসের স্টেজ আয়ত্ত হয়ে যায় এবং

যোগ জ্বালারূপ ধারণ করে। পতঙ্গ যেমন উড়ে এসে আগুনে ঝাঁপ দেয় ঠিক তেমনি অন্যান্য আত্মারা মাস্টার সর্বশক্তিমান আত্মার প্রতি অমোঘ আকর্ষণে আকর্ষিত হয়।

- যোগের শক্তিশালী কিরণ বহু বিকর্মের কীটানুকে ধ্বংস করে দেয়। চিকিৎসক যেমন করে বিশেষ রোগের বিশেষ কীটানু ধ্বংস করার জন্য রশ্মি ব্যবহার করেন, ঠিক তেমনি জ্বালামুখী যোগের কিরণ ওই রূপ রশ্মির কাজ করে।
- বর্তমান জনম ও পূর্ব জনমের হিসাব-কিতাব যোগাগ্নিতে ভস্ম করে দেয়। পুরনো হিসাব-কিতাব ভস্ম হলে নিজেকে ডবল লাইট অনুভব করায়।
- পাওয়ারফুল যোগ একই সময় ডবল অনুভব করায়। একদিকে যোগ অগ্নিরূপ ধারণ করে দহন করে পরিবর্তনের কাজ করে, অপরদিকে পালকের ন্যায় হালকা অনুভব করায়।
- জ্বালামুখী যোগ বায়ুমণ্ডলকে শক্তিশালী করে। এর দ্বারা দুর্বল আত্মা শক্তিসম্পন্ন হয়। বহুবিধ বিঘ্ন নাশ করে। সর্বোপরি বিনাশজ্বালা প্রজ্জ্বলিত হবে।
- আপনার যোগ যখন জ্বালাস্বরূপ হবে তখন আপনি বাপ সমান পাপকাটেশ্বর ও পাপহরণী হয়ে উঠবেন। আপনার দিব্যদর্শনীয় মূর্তিরূপ প্রত্যক্ষ হবে। এই রূপে আপনি দৃষ্টি দ্বারা সব আত্মার আশা পূরণ করার সেবা করবেন।
- বর্তমানে বাবার প্রত্যক্ষতা মেঘের আড়ালে লুক্কায়িত। আপনার লাইট-মাইট হাউসের স্টেজ দ্বারা এই মেঘ সরে যাবে এবং বাবার প্রত্যক্ষ হওয়ার সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে যাবে।
- বর্তমান বিশ্বে যে ভ্রষ্টাচার, পাপাচার ও অত্যাচারের আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে তা যোগাগ্নিতেই নিভে যাবে। আপনার লগন জ্বালারূপের, বৃত্তি সকলের প্রতি কল্যাণভাবের হ'লে যোগাগ্নি অন্যসব আগুনকে নিভিয়ে দিয়ে সকলকে শীতলতা অনুভব করাবে।

অনুভব করো, বাবার বরদানী হাত আমার মাথার উপর রেখে আমাকে দারুণ স্নেহ করছেন, আমাকে সর্বশক্তি দিয়ে ফুলচার্জ করছেন

যোগাভ্যাসে বিশেষ কিছু সংকল্প

- আমি আত্মা শিববাবার সাথে কম্বাইন্ড, ভ্রূকুটির সিংহাসনে বসে আছি। আমার থেকে সর্বশক্তির রঙ-বেরঙের কিরণ বিচ্ছুরিত হয়ে সারা বিশ্বের আত্মাদের দুঃখ, সন্তাপ, পীড়া দূর করে চলেছে। বিশ্বসংসারে বেড়ে চলা অশান্তি, চিন্তা, হতাশা, পুরনো স্বভাব-সংস্কারের প্রভাব থেকে তারা মুক্ত হয়ে চলেছে।
- আমি আত্মা মস্তকের সিংহাসনের উপর বিরাজমান, আমি পবিত্রতার সূর্যসম আত্মার সাথে স্বয়ং সর্বশক্তিমান শিববাবা কম্বাইন্ড। আমি আত্মা অতি শক্তিশালী, সম্পূর্ণ পবিত্রতায় পূর্ণ। আমার থেকে সাদা রঙের পবিত্রতার কিরণ বিকিরিত হয়ে চারিদিকে প্রবাহিত হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পবিত্রতার প্রকাশ ছড়িয়ে পড়ছে।
- আমি আত্মা আলোর শরীর ধারণ করে ফরিস্তার পোশাকে বিশ্বগোলকের উপর বসে আছি। আমার মাথার উপর স্বয়ং শিববাবা ছত্রছায়া রূপে বিরাজমান, শিববাবার থেকে সর্বশক্তির কিরণ নিরন্তর আমার আত্মাতে প্রবেশ করছে। আমার আত্মা হ'তে সর্বশক্তির কিরণ প্রকৃতির পাঁচ তত্ত্ব সহ বিশ্বের সকল আত্মার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে... সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম ও শক্তির গভীর অনুভব করিয়ে চলেছে।
- শিববাবার সর্বশক্তির অতি উজ্জ্বল কিরণ আমার আত্মার উপর এসে পড়ছে,... আমি সম্পূর্ণ শক্তিশালী অনুভব করছি.... আমার থেকে কিরণ বেরিয়ে বিশ্বসংসারের প্রতিটি আত্মার মধ্যে অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে.... সংসারের সমস্ত আত্মার দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, চিন্তা, টেন্‌শন্ আদি সহ সব রোগ-ব্যাধি দূর হয়ে যাচ্ছে। সকলে পরমাত্মার শক্তি অনুভব করছে.... পরমাত্মার স্নেহ অনুভব করছে।
- অনুভব করো, বাবার বরদানী হাত আমার মাথার উপর রেখে আমাকে দারুণ স্নেহ করছেন, আমাকে সর্বশক্তি দিয়ে ফুলচার্জ করছেন.... বাবার অসীম করুণার বর্ষা আমার উপর পড়ছে.... কখনো শিববাবাকে পরমধামে প্রাণভরে দেখো.... কখনো বাবাকে কম্বাইন্ড স্থিতিতে অনুভব করো।

কলকাতা পরিদর্শনকালে ব্রহ্মাকুমারী শিবানী ও ভ্রাতা সুরেশ ওবেরয় মহোদয়কে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা বসন্তকুমার বিড়লা ও শ্রীমতী সরলা বিড়লা।

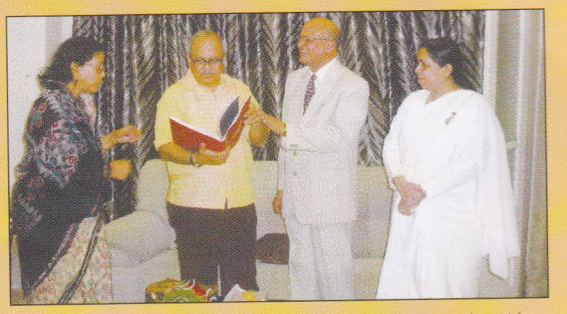

সম্মানীয় মুখ্য বিচারপতি শ্রদ্ধেয় পিনাকী ঘোষ, হায়দ্রাবাদ হাইকোর্ট, মহোদয়কে ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের বর্তমান কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত করছেন ব্রহ্মাকুমারী কানন, সঙ্গে বিচারপতি এসওয়ারাইস।

ঈশ্বরের শুভাগমন বার্তা প্রদান শেষে ব্রহ্মাকুমারী কানন, শ্রীচন্দ্রকুমার ধানুকা ও শ্রীমতী অরুণা ধানুকা, ধানুকা নিকেত, কলকাতা।

বিবেকানন্দ স্পোর্টস্ একাডেমি আয়োজিত অনুষ্ঠানে ব্রহ্মাকুমারী কানন।

প্রিন্সটন্ ক্লাব-এ আয়োজিত যুবা সংগোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে ব্রহ্মাকুমারী ইভা।

হোটেল ITC সোনার-এ আয়োজিত 'ক্ষমতার ভবিষ্যৎ' বিষয়ক কর্মশালায় প্রখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত।

'টেনশন মুক্ত জীবন' বিষয়ক অনুষ্ঠানে ডঃ সোমনাথ সাহা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, ডিভিশনাল হাসপাতাল, রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার।

'ইতিবাচক ভাবনা' বিষয়ক কর্মশালা শেষে SAIL- এর প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের সঙ্গে ব্রহ্মাকুমার শান্তনু, ব্রহ্মাকুমারী সুপ্রিয়া, ব্রহ্মাকুমারী জয়া।

Vol.1, Issue 6, RNI No.WBBEN/2012/42493, Feb - Mar 2013, Price Rs.10/- only

'ভবিষ্যৎ ক্ষমতা' অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধনে ব্রহ্মাকুমারী মোরিন, ব্রহ্মাকুমার নিজার, প্রাক্তন রেলমন্ত্রী ভ্রাতা দীনেশ ত্রিবেদী, ভ্রাতা হরিপ্রসাদ কানোরিয়া, ব্রহ্মাকুমারী কানন ও অন্যান্যরা, অর্ডন্যান্স ক্লাব, কলকাতা।

হোটেল ITC সোনার-এ আয়োজিত 'ভবিষ্যৎ ক্ষমতা' বিষয়ক কর্মশালার শেষে প্রশাসনিক কর্মকর্তা, শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবীগণের সঙ্গে ব্রহ্মাকুমার নিজার, ব্রহ্মাকুমারী মোরিন, ব্রহ্মাকুমারী কানন ও অন্যান্যরা।

BRAHMA KUMARIS

Printed & Published by Brahma Kumari Kanan on behalf of Owner, Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya. Printed at Alpha Print House, 15E, Chowl Patty Road, Beliaghata, Kolkata-700010 and Published at Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya, 1A, Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700020. Editor's Name & Address: Samir Krishna Das, 11/2, West Road, Santoshpur, Kolkata-700075.